বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ

দুর্নীতি দমন কমিশন
বাংলাদেশ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ মাহবুব হোসেন

সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন

সম্পাদনা কমিটি

রেজওয়ানুর রহমান, মহাপরিচালক (প্রশাসন)

জিয়াউদ্দীন আহমেদ, মহাপরিচালক (প্রাক্তন)

আবদুল্লাহ-আল-জাহিদ, পরিচালক

মোঃ ফিরোজ মাহমুদ, পরিচালক

মুহাম্মদ আরিফ সাদেক, উপপরিচালক

সেলিনা আখতার মনি, উপপরিচালক

শারিকা ইসলাম, উপপরিচালক

মোঃ তানজির হাসিব সরকার, উপপরিচালক

মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, সহকারী পরিচালক

সাজ্জাদ হোসেন, সহকারী পরিচালক

যোগাযোগ

সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন : +৮৮ ০২-৫৮৩১৬২০৭, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২-৮৩৬২৬২২
ই-মেইল : secretary@acc.org.bd; ওয়েব সাইট : www.acc.org.bd

ডিজাইন

স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, ঢাকা।
srout.ac@gmail.com
[illegible]

মুদ্রণ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি.

প্রকাশক

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

দুর্নীতি দমন কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

দুর্নীতি দমন কমিশনের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২' দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ২৯(১) ধারা অনুযায়ী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে উপস্থাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতিবিরোধী উক্তি

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তান থেকে স্বদেশ ফিরে আসার পর থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার সংগ্রামে অসৎ ও দুর্নীতিবাজ মানুষের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হন। ২৬ মার্চ ১৯৭৫ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণেও তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে বলেন-

“

আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয়, সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায়, সে দুর্নীতিবাজ, যে স্মাগলিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যে ব্ল্যাকমার্কেটিং করে, সে দুর্নীতিবাজ। যে হোর্ড করে, সে দুর্নীতিবাজ। যারা কর্তব্য পালন করে না, তারা দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে, তারাও দুর্নীতিবাজ। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে।...”

”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দুর্নীতি দমন কমিশন

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
কমিশনার

মোঃ জহুরুল হক
কমিশনার

বিষয়সূচি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	হস্তান্তরপত্র	১১
	মুখবন্ধ	১২
প্রথম অধ্যায় :	দুর্নীতি দমন কমিশন: প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি	
	১.১ ভূমিকা	১৬
	১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি	১৬
	১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম	১৭
	১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর তফসিলভুক্ত অপরাধ	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায় :	দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	
	২.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন	২২
	২.২ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২২
	২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প	২৩
	২.৪ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম	২৪
	২.৫ প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মানবসম্পদ বিন্যাস	২৪
	২.৬ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা	২৮
	২.৭ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম	২৯
	২.৮ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন	২৯
	২.৯ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন	৩০
	২.১০ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রদান	৩০
তৃতীয় অধ্যায় :	দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	
	৩.১ ভূমিকা	৩২
	৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম	৩৪
	৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম	৩৮
	৩.৪ প্রসিকিউশন	৪২
চতুর্থ অধ্যায় :	দুর্নীতি দমনে এনফোর্সমেন্ট অভিযান	
	৪.১ এনফোর্সমেন্ট অভিযান	৫২
	৪.২ এক নজরে দুদকের এনফোর্সমেন্ট অভিযান	৫৩
পঞ্চম অধ্যায় :	দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ	
	৫.১ ভূমিকা	৫৬
	৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি	৫৭
	৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম	৬০
	৫.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব	৬১
ষষ্ঠ অধ্যায় :	গণশুনানি	
	৬.১ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গণশুনানি	৬৪

বিষয়সূচি

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সপ্তম অধ্যায়	:	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	
		৭.১ ভূমিকা	৬৮
		৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৬৮
		৭.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৭১
অষ্টম অধ্যায়	:	দুদক প্রাতিষ্ঠানিক টিমের দপ্তরভিত্তিক সুপারিশমালা	
		৮.১ ভূমিকা	৭৪
		৮.২ পরিবেশ অধিদপ্তরে চলমান অনিয়ম ও ব্যর্থতার কারণসমূহ	৭৪
		৮.৩ দুর্নীতির উৎস	৭৪
		৮.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৭৬
		৮.৫ দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক টিমের সুপারিশমালা	৭৬
নবম অধ্যায়	:	ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা	
		৯.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা	৮০
		৯.২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম	৮০
		৯.৩ ডিজিটাইজেশন	৮২
দশম অধ্যায়	:	উপসংহার	৮৬
		ফটোগ্যালারি	৯১

আদ্যাক্ষর ও শব্দ-বিস্তার

ACC	Anti-Corruption Commission
ADB	Asian Development Bank
APG	Asia/Pacific Group on Money Laundering
BDT	Bangladeshi Taka
BFIU	Bangladesh Financial Intelligence Unit
BNCC	Bangladesh National Cadet Corps
CBI	Central Bureau of Investigation
CDMS	Criminal Database Management System
CID	Criminal Investigation Department
CPC	Corruption Prevention Committee
CTTC	Counter Terrorism and Transnational Crime
CTR	Cash Transaction Report
DoE	Department of Environment
DPP	Development Project Proposal
EOI	Expression of Interest
ETP	Effluent Treatment Plant
FIMA	Financial Management Academy
FATF	Financial Action Task Force
GDP	Gross Domestic Product
GIZ	Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (German Agency for International Co-operation)
HOPE	Head of Procuring Entity
ICRF	Investigative Committee of the Russian Federation
ICT	Information and Communication Technology
ILIS	Integrated Lawful Interception System
IPMS	Investigation and Prosecution Management System
INTERPOL	International Police
ITCILO	International Training Centre of the ILO
IU	Integrity Unit
LAN	Local Area Network
LT	Land Transfer
MLAR	Mutual Legal Assistance Request
MLAT	Mutual Legal Assistance Treaty
MOU	Memorandum of Understanding
NBR	National Board of Revenue
NTMC	National Telecommunication Monitoring Center
NIS	National Integrity Strategy
NRA	National Risk Assessment
OSINT	Open Source Intelligence
PAC	Provisional Acceptance Certificate
PDS	Personal Data Sheet
PKSF	Palli Karma-Sahayak Foundation
PWD	Public Works Department
ROR	Record of Rights
RTI	Right to Information
UAT	User Acceptance Test
UNCAC	United Nations Convention against Corruption
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNDP	United Nations Development Programme

হস্তান্তরপত্র

২০ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ২৯(১) ধারা মোতাবেক ২০২২ সালের দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার কাছে উপস্থাপন করছি। উল্লিখিত আইন অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

২০২২ সালের জন্য প্রণীত এ প্রতিবেদনে কমিশনের প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি, কার্য-সম্পাদন, সম্পাদিত কাজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জবাবদিহিতা, সাম্প্রতিক অর্জন এবং সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্যসহ কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্পষ্টীকরণ এবং সহজবোধ্যতার লক্ষ্যে কতিপয় সাধারণ তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে কোনো বিভ্রান্তিমূলক বা ভুল তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকলে এবং পরবর্তীকালে তা উদ্‌ঘাটিত হলে মহোদয়কে অবহিত করা হবে।

আমরা মহোদয়কে আশ্বস্ত করছি যে, দেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার বিকাশে কমিশন সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

বিনম্র শ্রদ্ধান্তে

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

মোঃ জহুরুল হক
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

মুখবন্ধ

দুর্নীতি দমন কমিশন তার যাত্রাকাল থেকে প্রতিবছর দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ২৯ (১) ধারা অনুসারে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। বৈশ্বিক মহামারি কাটিয়ে বিশ্ব যখন আবার আপন গতিতে চলতে শুরু করেছে, সে সময় দুর্নীতি দমন কমিশন পূর্বের বছরের ধারাবাহিকতায় এবছরও সম্পাদিত কর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন যে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। তাই স্বাধীনতা পরবর্তীতে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সময়ে গৃহীত হয়েছে দুর্নীতিবিরোধী নানা পরিকল্পনা, প্রণীত হয়েছে বিবিধ আইন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন কমিশন। তবে দুর্নীতিবিরোধী নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি দুর্নীতির প্রকোপ বিদ্যমান রয়ে গেছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। একই সময়ে দুর্নীতির ধরণ এবং মাত্রাও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণকে সাথে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করা প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল ধর্মেই দুর্নীতিকে নীতিবিবর্জিত অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই ধর্মপ্রাণ। আমাদের দেশে যেখানে ব্যক্তিজীবন এবং সামাজিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম সর্বাধিক গুরুত্ব পায়, সেখানে ধর্মীয় অনুভূতিতে দুর্নীতি সমভাবে গুরুত্ব পেলে তা অনেকাংশে কমে আসবে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও বিশ্বায়নের ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। পরিবর্তিত হয়েছে দুর্নীতির ধরন ও প্রকৃতি। আমাদের দেশে সেবা খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বেড়েছে, দুর্নীতির ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে। দুর্নীতি আজ আর কোন নির্দিষ্ট দেশের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং আগ্রাসী হয়েছে বিশ্বব্যাপী। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সংঘটিত জটিল প্রকৃতির দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ।

দুর্নীতি দমন কমিশন, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা সৃষ্ট একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই দুর্নীতি নামক অভিশাপটি অধিকাংশ মানুষের মস্তিষ্কে প্রোথিত। তাই এখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুধু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। মানুষের মনের মধ্যে দুর্নীতিকে ঘৃণা করার প্রবণতা তৈরি করতে পারলে তা যৌক্তিক পর্যায় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে কমিশন দুর্নীতি দমনের সাথে সাথে প্রতিরোধের বিষয়টিতে সমহারে গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিশন গ্রহণ করেছে নানামুখী কার্যক্রম। দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি নামক নেতিবাচক ধারণাটি কোমলমতি শিশুদের মস্তিষ্ককে যাতে আচ্ছন্ন করতে না পারে সে লক্ষ্যে তাদের হাতেকলমে সততা চর্চার এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বিভিন্ন স্কুল কলেজ পর্যায়ে তরুণদের ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে গঠন করেছে সততা সংঘ, সততা স্টোর।

বৈশ্বিক মহামারি পরবর্তী সংকটকালে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা তৈরি করেছে; একই সাথে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মাঝে দুর্নীতি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশও এই আশঙ্কার বাইরে নয়। তাই এ সংকটকাল কমিশনের জন্যও নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, কমিশনের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আশার বিষয় এই যে, দুর্নীতি দমন কমিশন পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। ইতোমধ্যে চালু হয়েছে আরো ১৪টি নতুন জেলা কার্যালয়। সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে ৩ শতাধিক নবীন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক, পরিচালক, মহাপরিচালক পদে দুদকের নিজস্ব কর্মকর্তাদের

পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নব নব চ্যালেঞ্জের সাথে পাল্লা দিতে স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব। বর্তমান কমিশন মনে করে দুদকের নিজস্ব দক্ষ জনবল তৈরি না হলে বর্তমান সময়ে দুর্নীতির যে জটিল প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে তা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন পদে দুদকের নিজস্ব জনবলকে পদোন্নতি প্রদান করাসহ তাদের দেশে-বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। অচিরেই দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে দেশ এর সুফল পাবে বলে আশা করা যায়।

দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের শুরু থেকেই তার সাধ্য অনুযায়ী কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। ২০২২ সালে বিচারিক আদালতে দুদকের মামলায় সাজার হার শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ। তবে দুদকের মানিলন্ডারিং মামলায় সাজার হার প্রায় শতভাগ। বর্তমানে দুদকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান। এছাড়া ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে ২৯১০টি মামলার বিচার কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ৯০১টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কমিশন অনুমোদন দিয়েছে। এ বছর কমিশন আরো ৪০৬টি মামলা রুজু ও ২২৪টি চার্জশীট দাখিলের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এছাড়া তিন হাজারের বেশি অভিযোগ তদন্ত/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম ছাড়াও দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৪৫৬টি অভিযান পরিচালনা করেছে। দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত যেন অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘায়িত না হয় সে লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করেছে।

ঘুষ ও দুর্নীতির অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। কারণ ঘুষ দুর্নীতির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয়পক্ষ সুবিধাভোগী হয়, কেবল বঞ্চিত হয় রাষ্ট্র ও সমাজ। তাই কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সংবিধানে ঘোষিত ম্যান্ডেট অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ ভোগ করতে না দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই দুদক গঠনের উদ্দেশ্য সফল হবে, বাঙালি জাতি পাবে একটি সুখী সমৃদ্ধ দুর্নীতিমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। দুর্নীতি দমন কমিশনের দুর্নীতিবিরোধী এ অভিযাত্রায় রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে নাগরিকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা আনতে পারে এক বড় ইতিবাচক পরিবর্তন।

দুর্নীতি দমন কমিশন দৃঢ় প্রত্যয়ে দুর্নীতিমুক্ত জাতি নিশ্চিত করার সনদ বাস্তবায়নে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও কল্পকে সমুন্নত রেখে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে দুর্বার গতিতে দেশ এগিয়ে চলেছে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশীদার হিসাবে দুর্নীতি দমন কমিশন যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পরিশেষে, দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সার্বিক কার্যক্রমে কমিশনের যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরবচ্ছিন্নভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রতিবেদনটি ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও এই প্রতিবেদনে কোন ভুল বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য পরিলক্ষিত হলে কমিশনের মহাপরিচালক (প্রশাসন) বরাবর তা অবহিত করার অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন

দুদক

প্রথম অধ্যায়

দুর্নীতি দমন কমিশনঃ প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি

১.১ ভূমিকা
১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি
১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম
১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর তফসিলভুক্ত অপরাধ

দুর্নীতি দমন কমিশন : প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি

১.১ ভূমিকা

দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। মানব সভ্যতা বিকাশে এবং বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনে দুর্নীতি প্রধান অন্তরায়। যে সকল দেশে সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে সেখানে দুর্নীতির ব্যাপকতা ররেছে। দুর্নীতি এমন এক অপরাধ যা অন্যান্য অপরাধ দমনেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অধিকাংশ অপরাধের অন্যতম উৎস হচ্ছে দুর্নীতি।

দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট অপরাধকে সভ্যতার উপজাত বলা যেতে পারে। দুর্নীতি মানব সভ্যতার প্রাচীনতম অপরাধগুলোর মধ্যে একটি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করেছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ভারতবর্ষের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতির বিশদ বিবরণ রয়েছে। কালের বিবর্তনে দুর্নীতির প্রকৃতি, রূপ, তীব্রতা ও প্রভাব ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। এ বিবর্তনের মূলে রয়েছে সম্পদের উপর ব্যক্তির মালিকানা অর্জন এবং মানুষের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে অসঙ্গতি। জাগতিক সুখ এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের কাল্পনিক স্বপ্নে বিভোর কতিপয় মানুষের সীমাহীন লোভ দুর্নীতির অন্যতম কারণ। দুর্নীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জাতির নৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, দুর্নীতি কেবল গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে। তবে আশার কথা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই দুর্নীতি দমনে আইনি কাঠামো রয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ দুর্নীতি দমনে আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দুর্নীতি দমনের চেষ্টা অতি প্রাচীন। ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতে কতিপয় অপরাধমূলক কার্যকে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে দণ্ডবিধান আরোপ করা হয়। এ দণ্ডবিধি প্রচলিত হওয়ার পূর্বেও এদেশে এ জাতীয় অপরাধের দণ্ডের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে বলা যায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার আইনগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। ১৯৪৪ সালে তৎকালীন সরকার একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে গণকর্মচারীদের দুর্নীতি দমনে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ বলবৎ করা হয়। দুর্নীতি দমনে জারিকৃত এ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পুলিশ বিভাগের উপর। এতে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পৃথক সরকারি দপ্তর তথা দুর্নীতি দমন ব্যুরো গঠনসহ অন্যান্য লক্ষ্য নিয়ে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ বলবৎ করা হয়। প্রাথমিকভাবে 'দুর্নীতি দমন ব্যুরো' অস্থায়ী দপ্তর হিসেবে কাজ করলেও ১৯৬৭ সাল থেকে একটি স্থায়ী দপ্তর হিসেবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কার্যক্রম শুরু হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না"। বাংলাদেশের সংবিধান দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ানুগ সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও দুর্নীতি দমনে 'দুর্নীতি দমন ব্যুরো' নামক প্রতিষ্ঠানটি কর্মতৎপর ছিল। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সুফল না পাওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে ২০০৪ সালে মহান সংসদে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের ওপর ভিত্তি করে ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যুরো অব এন্টি করাপশন বিলুপ্ত করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং সমাজে উত্তম চর্চার বিকাশে আইনি ম্যান্ডেট নিয়ে কমিশন বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি

১.২.১ দায়িত্ব ও ক্ষমতা

দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ৫ নং আইন) অনুযায়ী দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

১.২.২ কমিশনের রূপকল্প

"সমাজের সর্বস্তরে প্রবহমান একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং এর প্রসার সুনিশ্চিত করা"।

১.২.৩ কমিশনের লক্ষ্য

"অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধন করা"।

১.২.৪ কমিশনের তিনটি কৌশলগত লক্ষ্য

- শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির দমন;
- বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা; এবং
- শিক্ষা, উত্তম চর্চার বিকাশ ও সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা।

উপরিউক্ত কৌশলগত লক্ষ্যগুলো চারটি সহায়ক লক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত:

- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা;
- পরিচালনা পদ্ধতি প্রণয়ন;
- মানবসম্পদ সহায়তা ও উন্নত অভ্যন্তরীণ শাসন পদ্ধতি প্রদান করা; এবং
- উন্নত আর্থিক ও কারিগরি (লজিস্টিক) সহায়তা প্রদান।

১.২.৫ কমিশনের প্রধান কার্যসম্পাদন সূচকসমূহ

- বছরের দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার শতাংশ বা হার;
- কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্যে পরিচালিত অনুসন্ধান ও তদন্তে ব্যয়িত সময়;
- বিচারের (প্রসিকিউশন) হার অথবা বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিপরীতে বিচারের হার; এবং
- বিচারাদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্তকরণের হার বা বছরে বিচারের হারের বিপরীতে দোষী সাব্যস্তকরণের হার।

১.২.৬ কমিশনের নির্বাহী কাঠামো

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ কমিশন তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কমিশনার পদে নিয়োগের জন্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনারগণ পূর্ণকালীন সময়ের জন্যে স্ব-স্ব পদে পাঁচ বৎসরের জন্যে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর কমিশনারগণ পুনঃনিয়োগের যোগ্য হন না।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনজন কমিশনারের মধ্য হতে একজনকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করে থাকেন। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইন অনুযায়ী কমিশনের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোনো কমিশনার সভায় সভাপতিত্ব করেন। চেয়ারম্যানসহ দুইজন কমিশনারের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হয়।

কর্মাবসানের পর কমিশনারগণ গণপ্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগলাভের যোগ্য বিবেচিত হন না। সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারককে যে সকল কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারণ করা যায়, ঠিক একই কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যায় না।

১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম

১.৩.১ কমিশনের কার্যাবলি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশন তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করে। দুর্নীতি দমন এবং প্রতিরোধে

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। কমিশনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে:

১. দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব-উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে দুদক আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করা;
২. অনুসন্ধান পরিচালনার ভিত্তিতে মামলা দায়েরের অনুমোদন এবং তদন্তের ভিত্তিতে চার্জশিট/চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের অনুমোদন প্রদান এবং মামলা পরিচালনা করা;
৩. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী মানিলন্ডারিং বিষয়ে অনুসন্ধান/তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করা;
৪. রাষ্ট্রপতির নিকট নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ পেশ করা :
   - দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্যে কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা ও কার্যকর বাস্তবায়ন;
   - দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণ করা;
   - আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫. দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা এবং কমিশনের কার্যাবলি ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৬. দুর্নীতি দমন বিষয়ে আইন দ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা;
৭. দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

১.৩.২ আইন ও ক্ষমতা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর মাধ্যমে কমিশন তার কার্যাবলি, ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর যাত্রা শুরু করে। অন্য সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হচ্ছে:

১. দণ্ডবিধি, ১৮৬০
২. সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
৩. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭
৫. দি ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮
৬. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২

১.৩.৩ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনায় কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা

১. সাক্ষী তলব, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং জিজ্ঞাসাবাদ;
২. যে কোনো নথি খুঁজে বের করা ও উপস্থাপন করা;
৩. সাক্ষ্য গ্রহণ;
৪. যে কোনো আদালত বা অফিস হতে সরকারি নথি বা এর সত্যায়িত অনুলিপি তলব;
৫. সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নোটিস ইস্যু ও নথিপত্র যাচাই এবং
৬. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো বিষয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ধারা ১৯ (৩) অনুযায়ী, "কোন কমিশনার বা কমিশন হইতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে উপ-ধারা (১) -এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করিলে বা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে উহা দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন"।

১.৩.৪ কমিশনের মৌলিক কর্মপ্রয়াস

কমিশনের মৌলিক অভিপ্রায় হলো দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে আপসহীন অভিযান পরিচালনা করা। এ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে কমিশন নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে:

- নিরলসভাবে ও দৃঢ়তার সাথে অনুসন্ধান, তদন্ত ও অন্যান্য আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে দুর্নীতিপরায়ণরা কোনোভাবে প্রশ্রয় না পায়;
- দুর্নীতিপ্রবণ বিশেষ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর দুর্নীতির কার্যকর অনুসন্ধান ও আইনি প্রতিকারের পাশাপাশি সেসব অপরাধ নির্মূলে প্রতিরোধমূলক শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;
- সামাজিক শক্তিকে সম্পৃক্ত করে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা;
- কার্যকর ও সমন্বিত প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- উত্তম চর্চার বিকাশে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তথাপি দুর্নীতি সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে যাচ্ছে কমিশন। পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর তফসিলভুক্ত অপরাধ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশন নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ নিয়ে কাজ করে থাকে:

১.৪.১ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর অপরাধসমূহ

- ধারা ১৯ (৩) - কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে ধারা ১৯ (১) -এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদান করলে অথবা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৬ (২) - কমিশন হতে সহায় সম্পত্তির ঘোষণা পাওয়ার পরে ভিত্তিহীন বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৭ (১) - কোন ব্যক্তি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মালিকানা অর্জন করলে বা দখলে রাখলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৮ (গ) - মিথ্যা জেনে বা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;

১.৪.২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) -এর অধীন ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধ

১.৪.৩ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ২ নং আইন) -এর অধীন অপরাধসমূহ

১.৪.৪ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ -এর অধীন নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ:

- ধারা ১৬১ - সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারি কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ;
- ধারা ১৬২ - অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারি কর্মচারীকে প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে বকশিশ গ্রহণ;
- ধারা ১৬৩ - সরকারি কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বকশিশ গ্রহণ;

- ধারা ১৬৪ - সরকারি কর্মচারী কর্তৃক ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তা করবার শাস্তি;
- ধারা ১৬৫ - সরকারি কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারি কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ;
- ধারা ১৬৫ (ক) - ১৬১ ও১৬৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তার সাজা;
- ধারা ১৬৫ (খ) - কতিপয় (দুষ্কর্মে) সহায়তাকারীর অব্যাহতি;
- ধারা ১৬৬ - কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ;
- ধারা ১৬৭ - ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন;
- ধারা ১৬৮ - সরকারি কর্মচারী বেআইনিভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া;
- ধারা ১৬৯ - সরকারি কর্মচারী বেআইনিভাবে সম্পত্তি ক্রয় বা নিলামের দর হাঁকা;
- ধারা ২১৭ - কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হতে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ;
- ধারা ২১৮ - কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হতে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরণ;
- ধারা ৪০৯ - সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার বণিক বা প্রতিভূ কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ।

১.৪.৫ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ -এর নিম্নোক্ত ধারাসমূহ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত হলে কেবল সেক্ষেত্রে বর্ণিত অপরাধসমূহ:

- ধারা ৪২০ - প্রতারণা ও সম্পত্তি অর্পণ করার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করা;
- ধারা ৪৬৭ - মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ;
- ধারা ৪৬৮ - প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি;
- ধারা ৪৭১ - কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা;
- ধারা ৪৭৭ (ক) - হিসাবপত্রসমূহে মিথ্যা বর্ণনা প্রদান।

১.৪.৬ ক্রমিক নং (১) হতে (৪) এ বর্ণিত যে কোন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত দণ্ডবিধি, ১৮৬০ -এর অধীন নিম্নোক্ত ধারার অপরাধসমূহ:

- ধারা ১০৯ - দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কর্মটি সম্পাদিত হওয়ার বেলায়, এবং উহার শাস্তি বিধানার্থে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার বেলায় দুষ্কর্মে সহায়তার শাস্তি;
- ধারা ১২০ (খ) - অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি;
- ধারা ৫১১ - যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগের শাস্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

২.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন
২.২ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প
২.৪ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম
২.৫ প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের মানবসম্পদ বিন্যাস
২.৬ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা
২.৭ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম
২.৮ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন
২.৯ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন
২.১০ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রদান

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

২.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রশাসন অনুবিভাগের মাধ্যমে নিজস্ব মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করে আয়-ব্যয় নির্বাহ এবং হিসাব সংরক্ষণ করা, অবকাঠামোসহ সকল প্রকার ভৌতসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও সততা চর্চার বিকাশে দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, কর্মোদ্যোগী, মননশীল মানবসম্পদের প্রয়োজন। এ কারণেই কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২১) কর্মকৌশলের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশাসন অনুবিভাগ কমিশনের নিজস্ব কর্মপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত, কার্যকর প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ কৌশল তথা সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সর্বোচ্চ উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে অফিস আদেশ, পরিপত্র, অফিস স্মারক জারির মাধ্যমে দুদকের কার্যক্রমের বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীল কৌশল প্রয়োগ করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অন্যতম প্রশাসনিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। দুদকের প্রশাসন অনুবিভাগ এ উদ্দেশ্যেই বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রশাসন অনুবিভাগ পেনশন, বিভাগীয় ব্যবস্থা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, অর্থ, নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিক-স্টেশনারি সরবরাহ, সুনির্দিষ্ট সিলেবাসের আলোকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনার জন্য কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রেডিং সিস্টেম চালুকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের প্রতিপালনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, সম্পদ সংক্রান্ত অভিযোগসহ সকল প্রকার অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনানুগ কৌশল প্রবর্তন করেছে।

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অনুবিভাগের সকল কার্যক্রম সরাসরি তদারক করেন সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন। কমিশনের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা, প্রণোদনাসহ সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কমিশনের জন্য যোগ্য কর্মী বাছাই ও নিয়োগ, শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ড এবং যোগ্যদের পদোন্নতিসহ কল্যাণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এ বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

২.২ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২.২.১ কমিশনের অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত আটটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬টি জেলা কার্যালয় রয়েছে। কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ২০২২ সালে ১৪টি জেলায় জেলা/সমন্বিত জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে কমিশনের রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, যশোর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও হবিগঞ্জে নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুরে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিশনের নিজস্ব ভবন স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া প্রধান কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

২.২.২ কমিশনের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি

যে কোন কাজ সফলতার সাথে স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কমিশনের নবস্থাপিত কার্যালয়গুলোর দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক অভিযান কার্যক্রমকে সফলতার সাথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২ সালে ১০টি নতুন গাড়ি ক্রয় করে নবস্থাপিত কার্যালয়গুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

২.২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কমিশনের জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়সহ দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য National Telecommunication Monitoring Center-এর স্থাপিত সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬) -এ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রবাসী নাগরিকগণ সরাসরি '+৮৮০ ৯৬১২ ১০৬ ১০৬' নম্বরে কল করে সহজেই অভিযোগ জানাতে পারছেন।

অভিযোগ গ্রহণ এবং পরবর্তী কার্যক্রম সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের কাজে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তথ্য উদ্ধারের জন্য কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প

২.৩.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ০৩ (তিন) টি প্রকল্প - (১) যশোর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য নতুন অফিস ভবন নির্মাণ (২) নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) এবং (৩) রাঙ্গামাটি, কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

- প্রকল্প ০৩ (তিন)টির মাধ্যমে যশোর জেলা কার্যালয় ১.১৬ একর জমির উপর ০৪ (চার) তলা ভিত্তির মধ্যে ০২ (দুই) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয় যথাক্রমে ০.২৪ একর এবং ০.৩৫ একর জমির উপর যথাক্রমে ০৬ (ছয়) তলা ভিত্তির ০৩ (তিন) তলা ও ০২ (দুই) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয় ০.৪৪৪৬ একর জমির উপর ০৪ (চার) তলা ভিত্তির ০২ (দুই) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয় দুইটি ০.৫০ একর জমির উপর ০৪ (চার) তলা ভিত্তির ০২ (দুই) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

- প্রকল্প তিনটি বাস্তবায়নের ফলে ০৬টি জেলায় দুদকের নিজস্ব অফিস ভবন হয়েছে, এতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ এবং নথিপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পঃ দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধান, তদন্ত এবং বিচারকাজের অগ্রগতি মনিটরিংসহ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির সময় হ্রাস করার নিমিত্ত প্রকল্পের মাধ্যমে Investigation and Prosecution Management System (IPMS) সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিরূপণ এবং কার্যকরভাবে দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তের অন্তরায়সমূহ নিরূপণ বিষয়ে দুইটি গবেষণা করা হয়েছে।

২.৩.২ দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতায় চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪,৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৫৭%। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

(ক) দুদক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

(খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের দুর্নীতি হ্রাস এবং

(গ) দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার নিমিত্ত সকল কার্যালয়কে অটোমেশনের আওতায় আনা।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা:

- দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাব পরিচালনার জন্য কমিশনের ১০ (দশ) জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় ০২টি মাইক্রোবাস, ১৫০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬৬টি ল্যাপটপ, ২০০টি স্ক্যানার এবং ৫০টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তাকে বিদেশে, ৩৬০ (তিনশত ষাট) জন কর্মকর্তাকে ও ১২০ (একশত বিশ) জন কর্মচারীকে দেশে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের জন্য শিক্ষা উপকরণ (পাটের তৈরি স্কুল ব্যাগ, স্কেল, স্কুল খাতা, জ্যামিতি বক্স, পানির পট, টিফিন বক্স, কলমদানি, ছাতা, ডাস্টবিন এবং পার্স) ক্রয় করা হয়েছে এবং সকল জেলা কার্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে;
- সততা সংঘের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সততা প্রমোট করার জন্য দেশের ৪৯১টি উপজেলা হতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- কমিশনের সকল অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপনের কাজ চলমান আছে;
- দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় "গণশুনানির কার্যকারিতা মূল্যায়ন" বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণাটি পরিচালনার জন্য প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক কমিশনের প্রশাসন, আইসিটি, প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরোধ অনুবিভাগের অটোমেশনের জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত স্পেসিফিকেশন যাচাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি) -এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- দুদকের সকল অফিসে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সরঞ্জামাদির নিরাপত্তার স্বার্থে আইপি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতায় সম্ভাব্য প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- দুদকের খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প:

  দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত "খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আধুনিক ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের দর তফসিল - ২০২২ অনুযায়ী হালনাগাদ প্রাক্কলন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ১০টি নতুন অফিস ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দুদক কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দুদকের আলামত ও নথিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা জোরদার করা হবে।

২.৪ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত কমিশনের নিয়মিত অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা নিরূপণ করে তা বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন করা এ ইউনিটের অন্যতম কাজ। এ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কমিশন চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নিজেরা বা সোর্স নিয়োগের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া, দুদকের অভিযোগ কেন্দ্র হটলাইন নম্বর ১০৬, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিট দেশের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের তথ্যভাণ্ডার হালনাগাদ করে থাকে।

২.৫ প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের মানবসম্পদ বিন্যাস

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়, আটটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬টি জেলা কার্যালয়ে ২,১৪৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে।

দুদকের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস তালিকা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

দুদকের মানবসম্পদ বিন্যাস

ক্র.নং	পদবি	প্রধান কার্যালয়		বিভাগীয় কার্যালয়		জেলা কার্যালয়		সর্বমোট	
		কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	চেয়ারম্যান	১	-	-	-	-	-	১	-
২	কমিশনার	২	-	-	-	-	-	২	-
৩	সচিব	১	-	-	-	-	-	১	-
৪	মহাপরিচালক	৮	-	-	-	-	-	৮	-
৫	পরিচালক	২৪	৫	৮	-	-	-	৩২	৫
৬	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-	-	-	-	১	১
৭	একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান ও কমিশনার)	৩	-	-	-	-	-	৩	-
৮	একান্ত সচিব (কমিশনের সচিবের)	১	-	-	-	-	-	১	-
৯	উপপরিচালক	৮২	৬৫	৩	৫	৩৬	-	১২১	৭০
১০	প্রসিকিউটর	-	১০	-	-	-	-	-	১০
১১	মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	-	১	-	-	-	-	-	১
১২	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	-	২	-	-	-	-	-	২
১৩	প্রোগ্রামার/সহঃ সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-	-	-	-	১	১
১৪	সহকারী প্রোগ্রামার	১	৩	-	-	-	-	১	৩
১৫	সহকারী পরিচালক	৮৪	১৩১	৬	২	৯৮	১০	১৮৮	১৪৩
১৬	মেডিকেল অফিসার	১	-	-	-	-	-	১	-
১৭	সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ)/জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	-	-	-	-	১	১
১৮	প্রোটোকল অফিসার	-	১	-	-	-	-	-	১
১৯	সহকারী পরিচালক (ইলেকট্রিক্যাল)	-	২	-	-	-	-	-	২
		২১১	**২২৩**	**১৭**	**৭**	**১৩৪**	**১০**	**৩৬২**	**২৪০**
২০	উপসহকারী পরিচালক	৩৭	১৬৮	৮	-	১১২	৩২	১৫৭	২০০
২১	কোর্ট পরিদর্শক	২	৮	-	-	৭	২৯	৯	৩৭
২২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	-	-	-	-	১	১
২৩	পরিবহন কর্মকর্তা	১	-	-	-	-	-	১	-
২৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	-	-	-	-	-	১	-
		৪২	**১৭৭**	**৮**	**-**	**১১৯**	**৬১**	**১৬৯**	**২৩৮**
২৫	কম্পিউটার অপারেটর	-	৮	-	-	-	-	-	৮
২৬	নার্স	১	-	-	-	-	-	১	-
২৭	ফার্মাসিস্ট	-	১	-	-	-	-	-	১
২৮	প্রধান সহকারী	২৫	-	৫	৩	-	-	৩০	৩

ক্র.নং	পদবি	প্রধান কার্যালয়		বিভাগীয় কার্যালয়		জেলা কার্যালয়		সর্বমোট	
		কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৯	সহকারী পরিদর্শক	৪	১	-	-	৫৭	১৫	৬১	১৬
৩০	হিসাবরক্ষক	১	১	৬	২	-	-	৭	৩
৩১	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১০	২	-	-	-	-	১০	২
৩২	লাইব্রেরিয়ান/ক্যাটালগার	১	১	-	-	-	-	১	১
৩৩	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৮	১০	৫	৩	-	-	২৩	১৩
৩৪	উচ্চমান সহকারী/সহকারী	৩৮	১১	৮	-	৩০	৬	৭৬	১৭
৩৫	কোর্ট সহকারী (এএসআই)	৩৭	-১৭	-	-	৫২	২০	৮৯	৩
৩৬	ক্যাশিয়ার	১	১	-	-	-	-	১	১
৩৭	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	৫৭	৭৬	৪	৪	৩৫	১	৯৬	৮১
৩৮	অভ্যর্থনাকারী কাম টেলিফোন অপারেটর	২	-	-	-	-	-	২	-
৩৯	ড্রাইভার	৩৫	৪২	৮	-	৩৬	৩৬	৭৯	৭৮
৪০	স্বাস্থ্য সহকারী	-	১	-	-	-	-	-	১
		২৩০	**১৩৮**	**৩৬**	**১২**	**২১০**	**৭৮**	**৪৭৬**	**২২৮**
৪১	ডেসপাচ রাইডার	৪	-	-	-	-	-	৪	-
৪২	কনস্টেবল	৪১	৪২	৬	১০	৪৯	১৩১	৯৬	১৮৩
৪৩	ড্রাইভার কনস্টেবল*	-	২	-	-	-	-	-	২
৪৪	নিরাপত্তারক্ষী	১৩	৩	৪	৪	-	-	১৭	৭
৪৫	দপ্তরি*	১	-	-	-	-	-	১	-
৪৬	অফিস সহায়ক	৪১	১১	৮	-	-	-	৪৯	১১
৪৭	যানবাহন ক্লিনার	-	৪	-	-	-	-	-	৪
৪৮	ক্লিনার	-	১১	-	৮	-	৩৬	-	৫৫
৪৯	গার্ড	-	৪	-	-	-	-	-	৪
		১০০	**৭৭**	**১৮**	**২২**	**৪৯**	**১৬৭**	**১৬৭**	**২৬৬**
সর্বমোট		**৫৮৩**	**৬১৫**	**৭৯**	**৪১**	**৫১২**	**৩১৬**	**১১৭৪**	**৯৭২**

* তারকাচিহ্নিত পদগুলি সুপারনিউমারারি পদ।

কার্যকরভাবে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০২২ সালে ৪০৬ জন কর্মচারীকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা ও ১৩২ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসারে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ পরীক্ষার ফলাফল, জ্যেষ্ঠতা ও মেধাক্রমের সমন্বয়ে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের আলোকে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২০২২ সালে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা

পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের নাম	সংখ্যা
মহাপরিচালক	০৩
পরিচালক	০৬
উপপরিচালক	০৮
সহকারী পরিচালক	০৯
উপসহকারী পরিচালক	১২
প্রধান সহকারী	০৫
সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৩
হিসাবরক্ষক	০১
উচ্চমান সহকারী	৩৮
কোর্ট সহকারী (এএসআই)	৪৭
মোট	১৩২ জন

২০২২ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা

নিয়োগপ্রাপ্ত পদের নাম	সংখ্যা
সহকারী পরিচালক	১১৪
উপসহকারী পরিচালক	১৩৭
কোর্ট পরিদর্শক	০৮
সহকারী পরিদর্শক	২৪
গাড়িচালক	১৪
কনস্টেবল	১০৯
মোট	৪০৬ জন

২.৫.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতির মতো ঘৃণিত অপরাধের ব্যাপকতা রয়েছে। অনেক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এদেশ থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। কমিশনের মামলার অনেক আসামি দেশ থেকে পালিয়েছে। এসব অপরাধীকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য ইন্টারপোলের সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক যেসব আইনি সহযোগিতার কৌশল রয়েছে, সেগুলো ব্যবহারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ, দুর্নীতি যেমন বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে তেমনি এর তদন্ত প্রক্রিয়াও বৈশ্বিক তদন্তের অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তাই কমিশন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে কোনো দেশের একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দুর্নীতির মতো বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব। এ কারণেই দুদক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছে। ইতোমধ্যে, তিনটি দেশের দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সভা, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করছে। এসব সভা-সেমিনারে কমিশন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় অর্থপাচারকারী ও পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২২ সালে কতিপয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে দুদকের অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজক/সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	দেশের নাম
The Implemetation Related Country Review of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) in Switzerland	১৭-২১ অক্টোবর ২০২২	১	UNODC	সুইজারল্যান্ড

২.৬ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা রয়েছে। কমিশন বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে থাকে। সরকার কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। বাজেট অনুমোদিত হলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক দুদক হিসাব প্রাক-নিরীক্ষণ ছাড়া সরকারের কাছ থেকে কমিশনের কোন পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয় না। প্রশাসন অনুবিভাগের অর্থ ও হিসাব শাখা অর্থায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে ও নিয়মিত অডিট সম্পন্ন করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন) নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে দুদকের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট

অঙ্কসমূহ (হাজার টাকায়)

অর্থবছর	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	রাজস্ব	মূলধনী	মন্তব্য
২০২১-২০২২	১২,৩৫,৯৭৯	১,২৮,২০০	১৩,৬৪,১৭৯	১১,৩৯,৩০৫	২,২৪,৮৭৪	

২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজস্ব ও মূলধনী (উন্নয়নসহ) ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ

অঙ্কসমূহ (হাজার টাকায়)

পরিচালন	বিবরণ	২০২১-২২	
আবর্তক	অর্থনৈতিক কোড ও খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
	৩১১১১০১ মূল বেতন অফিসার	১,৯১,০০০	১,৬৭,৮১১
	৩১১১২০১ মূল বেতন কর্মচারী	১,৫৯,০০০	১,৪১,১৫৮
	৩১১১৩০১-৩১১১৩৪৪ ভাতাদি	৩,৫১,৮৪৫	২,৯৫,৭৬৬
	৩২১১ প্রশাসনিক ব্যয়	২,৭২,২১০	২,৩৮,৮৩৬
	৩২৫৮ মেরামত	১৯,৭৩০	১৮,৮৪৪
মূলধন	৪১১২ মূলধন ব্যয়	১,২২,৭৭৪	১,২১,৪২৪
	(ক) উপমোট	১১,১৬,৫৫৯	৯,৮৩,৮৩৯
	বিশেষ কার্যক্রম		
	৩২ পণ্য ও সেবার ব্যবহার	১,১৯,৪২০	১৩,৩৪২
	৪১১২ মূলধন ব্যয়	-	-
	(খ) উপমোট	১,১৯,৪২০	১৩,৩৪২
	(গ) মোট পরিচালন কার্যক্রম (ক+খ)	১২,৩৫,৯৭৯	৯,৯৭,১৮১
	উন্নয়ন কার্যক্রম		
	প্রশাসনিক ব্যয়	২৬,১০০	৯,৩৫৪
	মূলধন ব্যয়	১,০২,১০০	৫৮,১২৩
	(ঘ) মোট উন্নয়ন	১,২৮,২০০	৬৭,৪৭৭
	সর্বমোট (গ+ঘ)	১৩,৬৪,১৭৯	১০,৬৪,৬৫৮

২.৭ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

গোয়েন্দা তথ্য এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কমকর্তা-কর্মচারীদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হচ্ছে। "দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০০৮" অনুসারে দুদকের কর্মচারীগণ "বিশ্বস্ততা, সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কমিশনের চাকুরি করিবেন এবং ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার করিবেন না"। বিধিমালায় আরও বলা হয়েছে, "কোন কর্মচারীর আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থতা বা অনীহা এবং চারিত্রিক স্খলন (ঘুষ গ্রহণ, অনৈতিক বা অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি) বিষয়ক আচরণ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এ সকল ক্ষেত্রে কঠোরতম ও দ্রুততম শাস্তি নিশ্চিত করা হইবে"।

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কমিশনের কর্মীগণ হবেন সৎ, নিষ্ঠাবান, উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই কমিশন কর্মকর্তাদের কর্মপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন প্রশাসনিক কৌশল, প্রযুক্তিগত কৌশল ও গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে শাস্তি এবং প্রণোদনা দুটোই সমান্তরালে পরিচালনা করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। এ বিধিমালার ১৯(১) বিধিতে বলা হয়েছে, "কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও এই বিধিমালার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কিনা কিংবা কোন ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করিতেছেন কিনা অথবা আইন ও এই বিধিমালার আওতায় কোন অপরাধ করিয়াছেন কিনা তা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, নজরদারী, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়েরের ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে"। কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন এ কমিটি ২০২২ সালে একাধিক বৈঠক করেছে। বেশকিছু অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে।

২০২২ সালে দুদকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া বিভাগীয় পদক্ষেপসমূহ

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরের জের	১৫
২০২২ সালে গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	০৩
২০২২ সালে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	১৮
২০২২ সালে মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৫
গুরুদণ্ড	০১
লঘুদণ্ড	০১
অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি	০৩

২.৮ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন

দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীদের চাকুরি বিধিমালা যুগোপযোগী করার নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ইত্যাদি সংকলন করে সংরক্ষণ করার জন্য দুদক ম্যানুয়াল ৪র্থ খণ্ড প্রকাশের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

২.৯ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

কমিশনের সকল কার্যক্রমের নিবিড় তদারকির আরেকটি প্রচলিত প্রক্রিয়া হচ্ছে অধীন দপ্তরসমূহে সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন, বিশদ পরিদর্শন কিংবা অভ্যন্তরীণ অডিট। বর্তমানে কমিশনের মানবসম্পদ শাখার মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি অনুবিভাগ, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এসব পরিদর্শনে আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়, অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্তসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কমিশনের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ পরিদর্শন কাজ করে থাকেন। বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনার মহোদয়গণ প্রধান কার্যালয়ের অনুবিভাগসহ বিভিন্ন জেলা কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শন শাখা নিয়মিতভাবে এ সকল পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

২.১০ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রদান

২০২২ সালে ৯৫ জন সম্মানিত নাগরিক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন। ইতোমধ্যে ৮৩ জন নাগরিককে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

৩.১ ভূমিকা
৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম
৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম
৩.৪ প্রসিকিউশন

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

৩.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন, স্বশাসিত এবং নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ২০২০ সালের মার্চ মাস হতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) -এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও দুর্নীতি দমন কমিশন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুসারে দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগ স্ব-উদ্যোগে বা দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে দুদক আইনের তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে উক্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনি দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

কমিশন দুর্নীতি দমনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের মাধ্যমে প্রকৃত অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে থাকে। দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কমিশন নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা, দালিলিক প্রমাণাদি, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ ও দেশের প্রচলিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৩.১.১ দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ

দেশের যে কোনো ব্যক্তি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগ সরাসরি কমিশনের প্রধান কার্যালয় বা বিভাগীয় অথবা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করতে পারেন। এছাড়া ই-মেইলযোগে (chairman@acc.org.bd), পত্রের মাধ্যমে বা দুদক হটলাইন ১০৬-এ ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ) -এর তফসিলভুক্ত অপরাধ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে কমিশন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে কমিশনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধ সংক্রান্ত অনেক অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগে অভিযোগটি প্রেরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার/সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি কাজের জন্য ঘুষ দাবির অভিযোগ পেলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে প্রমাণসহ গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়।

অভিযোগ যাচাই বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফ্লোচার্ট

৩.১.২ অভিযোগ গ্রহণ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী কমিশনে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অভিযোগ গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত 'দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল' রয়েছে। এ সেল বিভিন্ন উৎস থেকে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটির মাধ্যমে বাছাই সম্পন্ন করে থাকে।

২০২২ সালে কমিশনে জনসাধারণ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ১৯,৩৩৮টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৯০১টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্যে গৃহীত হয় এবং ৩,১৫২টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট ১৫,২৮৫টি অভিযোগ বস্তুনিষ্ঠ, সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় পরিসমাপ্ত করা হয়।

সারণি-১ এ ২০২২ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান এবং সারণি-২ এ ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

সারণি-১: ২০২২ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

<table>
<tr><th>প্রাপ্ত অভিযোগের উৎস</th><th>অভিযোগের সংখ্যা</th><th>মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা</th><th>অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা</th><th>পরিসমাপ্ত অভিযোগর সংখ্যা</th><th>প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ</th></tr>
<tr><td>জনসাধারণ (সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে লিখিত)</td><td>১১,৭৯৬</td><td rowspan="7">১৯,৩৩৮</td><td rowspan="7">৯০১</td><td rowspan="7">১৫,২৮৫</td><td rowspan="7">৩,১৫২</td></tr>
<tr><td>সরকারি দপ্তর/সংস্থা</td><td>৯৬৭</td></tr>
<tr><td>বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা</td><td>৩৮৭</td></tr>
<tr><td>পত্রিকা/টেলিভিশন প্রতিবেদন</td><td>১,৩৫৪</td></tr>
<tr><td>কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ</td><td>১,৫৪৭</td></tr>
<tr><td>হটলাইন/এনফোর্সমেন্ট</td><td>৫৮০</td></tr>
<tr><td>অন্যান্য (ফেসবুক, ই-মেইলসহ)</td><td>২,৭০৭</td></tr>
</table>

সারণি-২: ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক চিত্র

সাল	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ
২০১৮	১৬,৬০৬	১,২৬৫	১,৪০৪
২০১৯	২১,৩৭১	১,৭১০	৩,৬২৭
২০২০	১৮,৪৮৯	৮২২	২,৪৬৯
২০২১	১৪,৭৮৯	৫৩৩	২,৮৮৯
২০২২	১৯,৩৩৮	৯০১	৩,১৫২

বিগত পাঁচ বছরের প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২ সালে কমিশনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। এসব অভিযোগের বিষয়ে কমিশন বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের অগ্রগতি মনিটরিংয়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরিত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুদককে অবহিত করার জন্য শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

লেখচিত্র-১: ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থার চিত্র

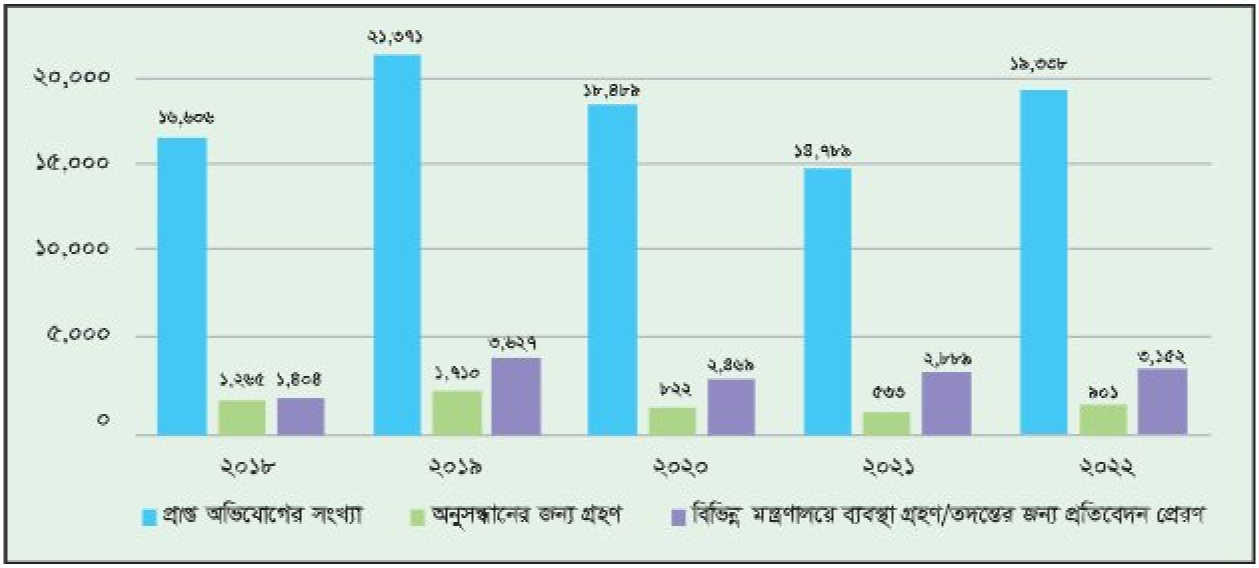

৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম

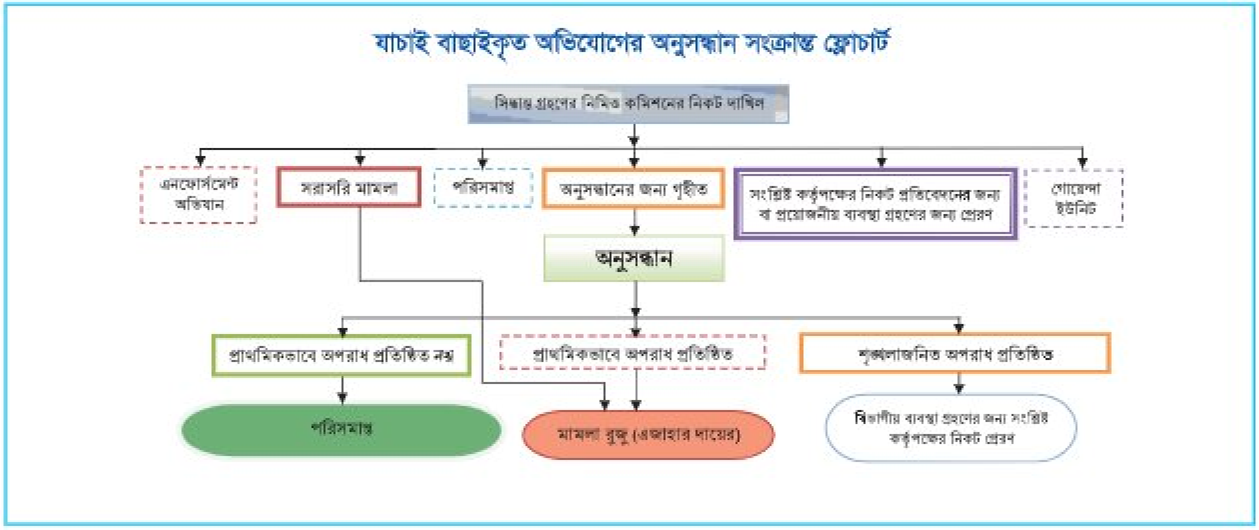

৩.২.১ অনুসন্ধানের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ১৯ ও ২০ ধারায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্নীতি দমন কমিশনকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সে আলোকে দুদক চারটি অনুবিভাগ (তদন্ত-১, তদন্ত-২, বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং) -এর মাধ্যমে অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৮ (আট) টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৩৬ (ছত্রিশ) টি জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তদন্ত অনুবিভাগের শাখা ও অধিশাখাসমূহ দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর অনুসন্ধানের এখতিয়ার কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগের। এর আওতাধীন বিষয় হচ্ছে: প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, ফাঁদ পেতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার, বৃহদাকারের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম।

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুসারে ঘুষ ও দুর্নীতিসম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত করা মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং আইনে ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে দুদক মাত্র একটি অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত করে থাকে। অবশিষ্ট ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিআইডিসহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৩.২.২ অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ ২০২২ সালের অনুসন্ধান কার্যক্রম

কমিশন পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান ও নতুন বছরে নতুন অনুসন্ধানসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে অনুসন্ধান কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পুঞ্জীভূত আকারে ২০২২ সালে মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা ছিল ৪,৬৩৩ টি। কমিশন ২০২২ সালে ১,১১৯ টি অনুসন্ধান সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করেছে। নিষ্পত্তিকৃত এসব অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে কমিশনের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণ ৪০৬টি মামলা দায়ের করেছেন। অবশিষ্ট অনুসন্ধানসমূহ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সারণি-৩ ও লেখচিত্র-২ এ ২০২২ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-৩ : ২০২২ সালের অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান	মোট অনুসন্ধান	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়ের	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
৩,৭০৬*	৯২৭*	৪,৬৩৩	১,১১৯	৪০৬*	৫৮১	১৬৩

* একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে

লেখচিত্র-২ : ২০২২ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

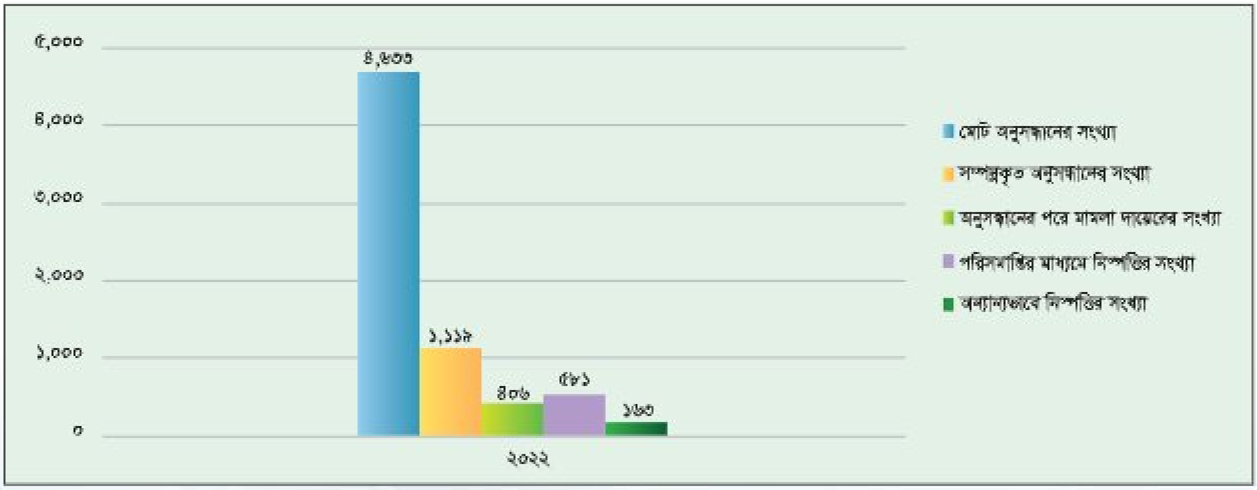

সারণি-৪: ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে কমিশনের মামলা দায়েরের পরিসংখ্যান

সাল	মামলা দায়েরের সংখ্যা
২০১৮	২১৬
২০১৯	৩৬৩
২০২০	৩৪৮
২০২১	৩৪৭
২০২২	৪০৬

বিগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২২ সালে কমিশন সর্বাধিক সংখ্যক মামলা দায়ের করেছে। তবে কোভিডকালেও ২০২০ ও ২০২১ সালে কমিশন কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

লেখচিত্র-৩: ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে কমিশনের দায়েরকৃত মামলার তুলনামূলক চিত্র

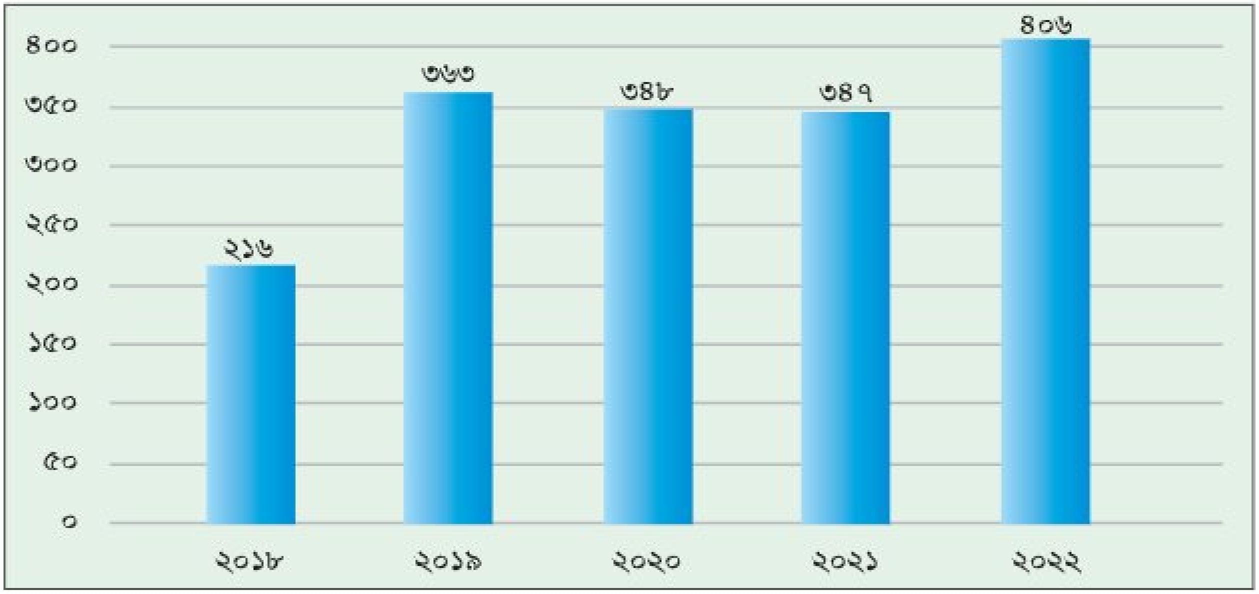

৩.২.৩ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধানের তথ্য

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ দুদকের আইনি দায়িত্ব। ২০২২ সালে সম্পদ সংক্রান্ত সর্বমোট ১,৫৭১টি অনুসন্ধানের মধ্যে পূর্বের ১,২০৯টি সহ ২০২২ সালে নতুন ৩৬২টি অনুসন্ধান গৃহীত হয়। ২০২২ সালে কমিশন ৩৯৫টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে এবং সম্পন্ন অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে ১৭২টি মামলা দায়ের করেছে।

সারণি-৫ ও লেখচিত্র-৪ এ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ফলাফল বিষয়ে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-৫ : ২০২২ সালের সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান	মোট অনুসন্ধান	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়ের	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
১,২০৯	৩৬২	১,৫৭১	৩৯৫*	১৭২	২১৩	২৪

*একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে

লেখচিত্র-৪: সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ফলাফল

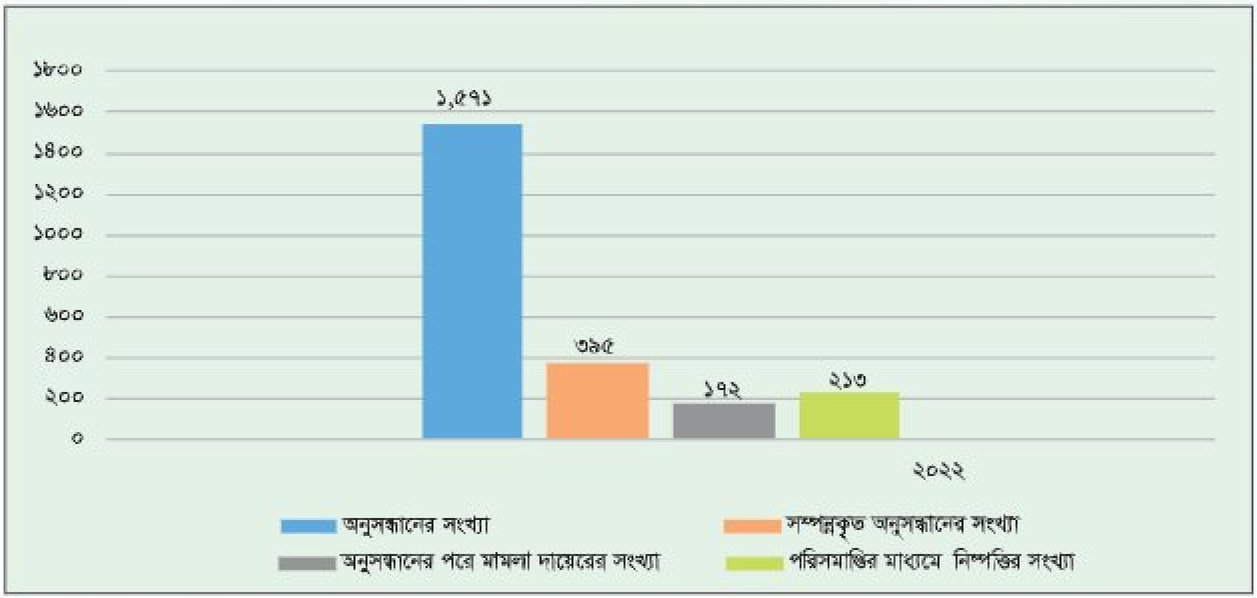

৩.২.৪ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম

২০২২ সালে পুঞ্জীভূত অনিষ্পন্নসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষমাণ মোট ১৫৭টির মধ্যে কমিশন ৩১টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে। ০৭টি মামলা দায়ের, ২০টি অভিযোগ পরিসমাপ্তি এবং ০৪টি অভিযোগ অন্যান্য পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সারণি-৬ : ২০২২ সালে দুদকের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান	মোট অনুসন্ধান	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়ের	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
১৪১	১৬	১৫৭	৩১	০৭	২০	০৪

* একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে

লেখচিত্র-৫ : ২০২২ সালে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম

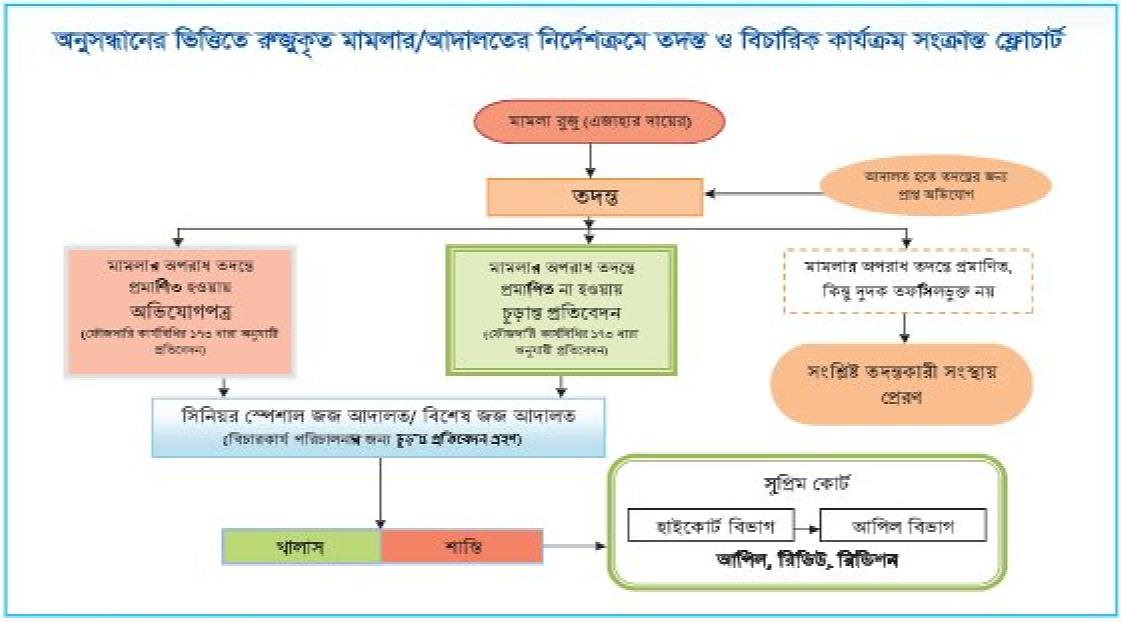

৩.৩.১ তদন্তের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতির অপরাধসমূহের তদন্ত পরিচালনা দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম প্রধান সংবিধিবদ্ধ কার্য (দুদক আইন ২০০৪ -এর ১৭ (ক) ধারা)। তদন্তের ফলাফলই দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের ভিত্তি। দুদক আইনের ১৯ ও ২০ ধারা তদন্ত কার্যক্রমে দুদককে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সে লক্ষ্যে দুদক চারটি অনুবিভাগের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুবিভাগগুলো হলোঃ

ক) তদন্ত অনুবিভাগ ১;

খ) তদন্ত অনুবিভাগ ২;

গ) বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ;

ঘ) মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ।

তদন্ত অনুবিভাগের শাখাসমূহ প্রধান কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৩৬টি জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের তদন্ত কাজ তত্ত্বাবধান করে। এছাড়াও, তদন্ত অনুবিভাগ বিভিন্ন উৎস থেকে কমিশনে আসা মামলার তদন্ত করে থাকে। বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কাজ করে কমিশনের বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ।

৩.৩.২ পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২২ সালের তদন্ত কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি তদন্ত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নিয়মিতভাবে (সময়াবদ্ধ) নির্ধারিত সময়ে মামলার তদন্ত শেষ করার বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। এতে তদন্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২২ সালে মোট তদন্ত সংখ্যা ছিল ১,৯৯৭টি। কমিশন ২০২২ সালে ৩৩১টি তদন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। সম্পন্ন এসব তদন্তের ওপর ভিত্তি করে কমিশন ২২৪টি মামলায় চার্জশিট বা অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। অবশিষ্ট তদন্তগুলোর মধ্যে ৯৩টি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আইনি বাধ্যবাধকতায় ১৪টি তদন্ত অন্য সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।

সারণি-৭ : ২০২২ সালের মামলার তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত	নতুন গৃহীত তদন্ত	মোট তদন্ত	সম্পন্নকৃত তদন্ত	তদন্তের পর চার্জশিট দাখিল	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের (এফআর) মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্য সংস্থায় প্রেরণ
১,৫৫২	৪৬১	২,০১৩	৩৩১	২২৪	৯৩	১৪

লেখচিত্র-৬ : ২০২২ সালের সামগ্রিক তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

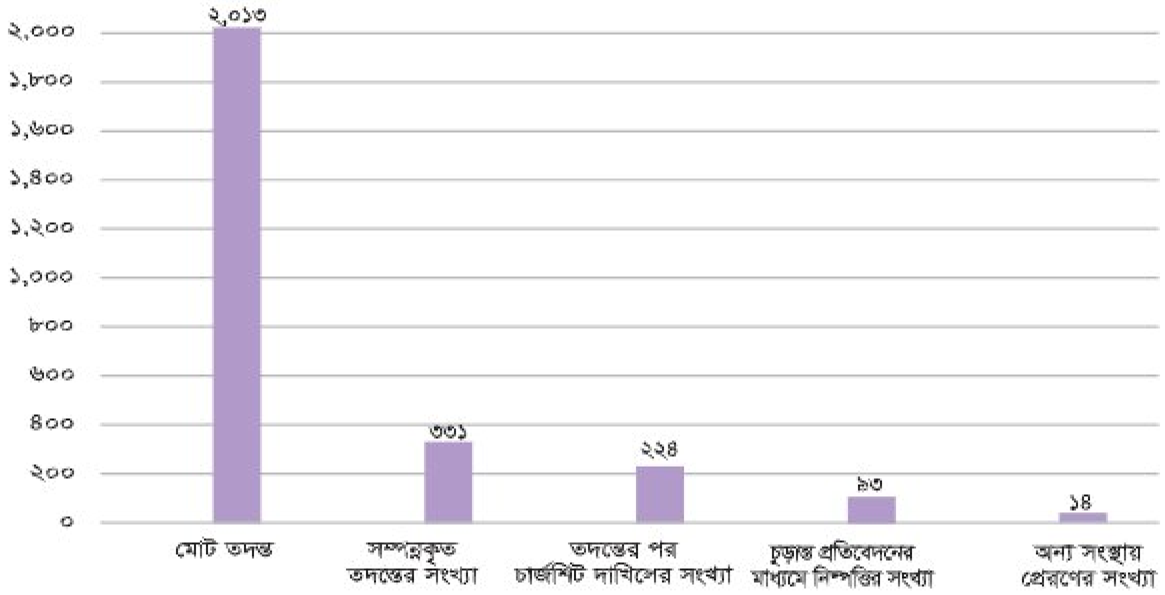

সারণি-৮ ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালের তদন্ত কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৮ : ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে মামলার চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	চার্জশিট অনুমোদন
২০১৮	২৩৬
২০১৯	২৬৭
২০২০	২২৮
২০২১	২৬০
২০২২	২২৪

লেখচিত্র-৭ : ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ সালে মামলার চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক চিত্র

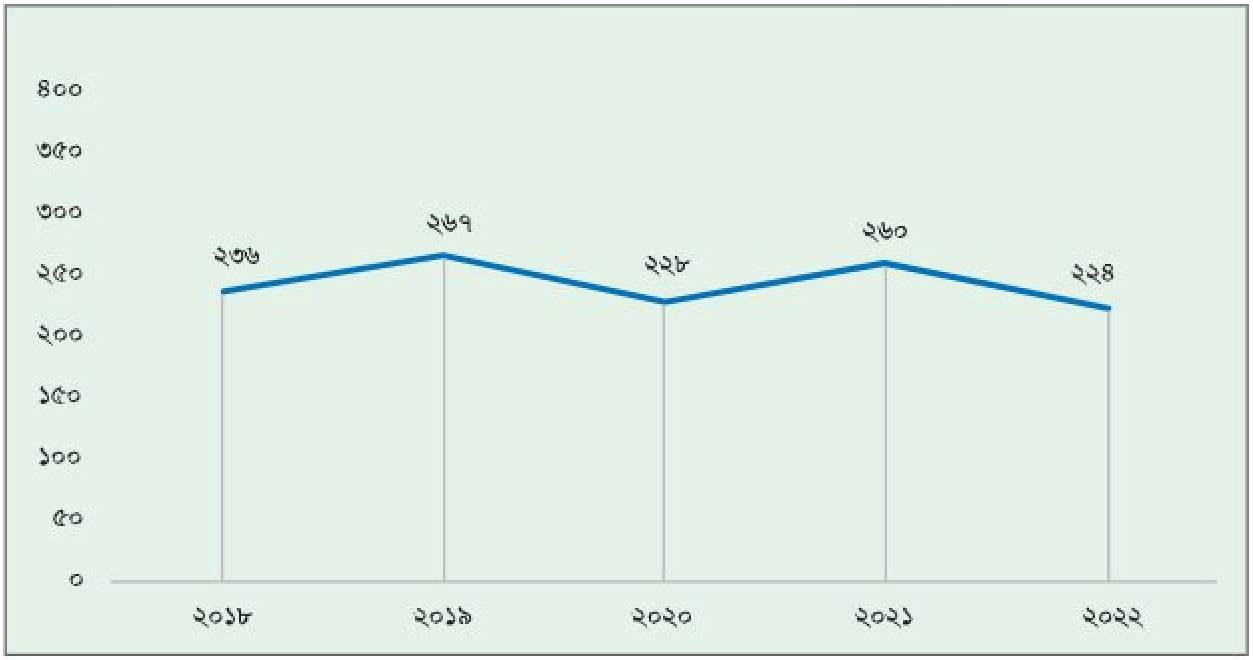

৩.৩.৩ জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদের তদন্ত

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনি দায়িত্ব। ঘুষ, দুর্নীতি কিংবা অন্য কোনো অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে দুদক আইন, ২০০৪ -এর ২৬ ও ২৭ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্পদ সংক্রান্ত মোট ৫৭৫টি তদন্তের মধ্যে পুর্বের ৩৯২টি সহ ২০২২ সালে নতুন ১৮৩টি তদন্ত গৃহীত হয়। কমিশন ২০২২ সালে সম্পদ সংক্রান্ত ৮১টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং সম্পাদিত তদন্তের ওপর ভিত্তি করে ৬৬টি চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি তদন্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ১টি তদন্ত অন্য সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।

সারণি-৯ এ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনা ও এসব তদন্তের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৯ : ২০২২ সালের সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত	নতুন গৃহীত তদন্ত	মোট তদন্ত	সম্পন্নকৃত তদন্ত	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিল	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি
৩৯২	১৮৩	৫৭৫	৮১	৬৬	১৪	০১

৩.৩.৪ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং আইন অনুসারে দুদক কেবল ঘুষ ও দুর্নীতি সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধ তদন্ত করতে পারে। আইনে বর্ণিত বাকি ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের তদন্ত এনবিআর, সিআইডিসহ একাধিক সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

সারণি-১০ : ২০২২ সালের মানিলন্ডারিং মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত	নতুন গৃহীত তদন্ত	মোট তদন্ত	সম্পন্নকৃত তদন্ত	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিল	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি
৪৪	৩৪	৭৮	০৯	০৪	০১	০৪

৩.৩.৫ ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়

ঘুষ লেনদেনের অবসান এবং দুর্নীতির উৎস নির্মূল করার লক্ষ্যে কমিশন ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে। সাধারণত সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার বিনিময়ে ঘুষ বা উপঢৌকন দাবি করলে কমিশন থেকে অনুমোদনের ভিত্তিতে ফাঁদ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ আলোকে ঘুষ দাবিকারী কর্মকর্তাদের হাতেনাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সারণি-১১ এ ২০২২ সালে ফাঁদ মামলার ঘটনাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-১১ : ২০২২ সালে ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রম

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত	নতুন গৃহীত তদন্ত	মোট তদন্ত	সম্পন্নকৃত তদন্ত	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিল	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল
০২	০২	০৪	০২	০২	-

সারণি-১২ এ বিগত পাঁচ বছরের তথ্য ও ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি-১২ : ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত সংখ্যা

সাল	ফাঁদ মামলার তদন্ত সংখ্যা
২০১৮	১৫
২০১৯	১৬
২০২০	১৮
২০২১	০৬
২০২২	০৪

ফাঁদ মামলার পাশাপাশি কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-'১০৬' -এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক দুর্নীতিবিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানের মাধ্যমেও বেশকিছু দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত করা হয়েছে।

৩.৪ প্রসিকিউশন

৩.৪.১ মামলা পরিচালনার আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে তাদের অপরাধের বিষয় তদন্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা দুদকের অন্যতম দায়িত্ব।

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি প্রসিকিউটিং সংস্থা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। কমিশন প্রতিটি মামলাকে সমগুরুত্বের সঙ্গে পরিচালনা করছে। মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; দণ্ডবিধি-১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭; দ্য ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮; সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ -এর ধারা ১৭ (খ) অনুযায়ী কমিশন তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ওপর ভিত্তি করে মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনা করে।

৩.৪.২ কমিশন যে সকল অপরাধের মামলা পরিচালনা করতে পারে

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ; ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির (পেনাল কোড) ১৬১-১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৯ ধারার অধীন অপরাধসমূহ এবং ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক ধারার অধীনে কোন অপরাধ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত অপরাধসমূহ ও ১০৯ ধারা (দুষ্কর্মে সহায়তা), ১২০খ ধারা (দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র) এবং ৫১১ ধারা (দুষ্কর্মের প্রচেষ্টা) এবং এই ধারার (ক), বা (গ), (ঘ) উপধারা সংশ্লিষ্ট সংঘটিত যে কোনো অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৩২(১) ধারা অনুযায়ী এসব অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি প্রদানের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ২৮(১) ধারা মোতাবেক এই আইনের অধীনে ও আইনের তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ কেবল স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য হবে। কিন্তু দ্য ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ ও দুদক আইন, ২০০৪ -এর মধ্যে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় সৃষ্টি হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে [দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ২৮(৩) ধারা]। আপিলের ক্ষেত্রে দ্য ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ প্রযোজ্য হবে।

কমিশনের আইন অনুবিভাগ আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলি তত্ত্বাবধান এবং কমিশনের মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে। একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালিত এ অনুবিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কমিশনের নিয়োগকৃত বিজ্ঞ আইনজীবী ও বিজ্ঞ পিপিগণ সংশ্লিষ্ট আদালতে কমিশনের মামলাসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমানে বিশেষ জজ আদালতে ও বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে কমিশনের পক্ষে দুর্নীতির মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন আলাদা প্যানেলে চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। ১২০ সদস্যের প্যানেল আইনজীবীদের 'পাবলিক প্রসিকিউটর' বলা হয়, যাঁরা ঢাকাসহ ঢাকার বাইরের ২৯টি বিশেষ জজ আদালতে দায়িত্ব পালন করছেন। এভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগে যথাক্রমে ২৯ জন, ২০ জন, ১৬ জন, ১৩ জন, ১৯ জন, আট জন, সাত জন এবং আট জন বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশনের হয়ে কাজ করছেন। তন্মধ্যে তিন জন নারী পাবলিক প্রসিকিউটর আছেন। এছাড়া উচ্চ আদালতে চার জন বিজ্ঞ নারী আইনজীবীসহ মোট ২৬ জন বিজ্ঞ আইনজীবী দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন।

৩.৪.৩ বিচারিক আদালতে মামলা পরিচালনা

দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা এবং মামলার সাজা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে দুদক কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক আইন অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতিটি মামলায় সম্পৃক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং ধার্য তারিখে বিজ্ঞ আইনজীবী ও সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে থাকেন।

২০২২ সালে বিশেষ জজ আদালতে ৩৪৬টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৭টি (প্রায় ৮৮.৭২%) দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়েরকৃত মামলা এবং বাকি ৩৯টি বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত মামলা। দুদকের দায়েরকৃত ৩৪৬টি মামলা বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ২১১টি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে। কমিশনের মামলায় সাজার হার ৬৪.১৭% (প্রায়) এবং বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলাগুলোতে সাজার হার ৩৫.৯০%।

সারণি-১৩ : ২০২১ এবং ২০২২ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতির মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২১			২০২২		
	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	২,৯৩১	৪৫১	৩,৩৮২	২৯১৪	৪১২	৩৩২৬
বিচার চলমান মামলার সংখ্যা	২,৬৯৭	২৪৯	২,৯৪৬	২৬৮২	২২৮	২৯১০
স্থগিত মামলার সংখ্যা	২৩৪	২০২	৪৩৬	২৩২	১৮৭	৪১৯
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১৫৫	২১	১৭৬	৩০৭	৩৯	৩৪৬
শাস্তি হওয়া মামলার সংখ্যা	১১১	১০	১২১	১৯৭	১৪	২১১
খালাস পাওয়া মামলার সংখ্যা	৪৪	১১	৫৫	১১০	১৫	১২৫

সারণি-১৪ : ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালের মামলায় সাজার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	দুদকের মামলার সাজার হার	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলার সাজার হার
২০১৮	৬৩%	৫০%
২০১৯	৬৩%	৪০%
২০২০	৭২%	৪৮%
২০২১	৬০%	৩০%
২০২২	৬৪.১৭%	৩৫.৯০%

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিগত পাঁচ বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ (সারণি-১৪) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও সাজার হার বেড়েছে। তবে ২০২১ সালে সাজার হার কিছুটা কম হলেও ২০২২ সালে সাজার হার বেড়েছে। কমিশন মামলায় শতভাগ সাজা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে।

সারণি-১৫: ২০২১ ও ২০২২ সালে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতসমূহ কর্তৃক দুর্নীতির মামলাগুলো নিষ্পত্তি ও শাস্তি প্রদানের পরিসংখ্যান

	বিবরণ	২০২১			২০২২		
		দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
ঢাকা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৬৯	১৪	৮৩	১২৫	০৫	১৩০
	সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৫৪	০৮	৬২	৯৯	০২	১০১
ঢাকার বাইরে	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৮৬	০৭	৯৩	১৮২	৩৪	২১৬
	সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৫৭	০২	৫৯	৯৮	১২	১১০

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ২০২২ সালে ১৩০টি দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তি করেছে। একই সময়ে ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতগুলো ২১৬টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। অন্যদিকে, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৯টি।

৩.৪.৪ বিচার্য অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

সারণি-১৬: ২০২১ ও ২০২২ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২১	২০২২
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০	৪৭
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	২১	৩২
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	০৯	১৫

এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২২ সালে কমিশনের দায়েরকৃত অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার প্রায় ৬৮.০৮%।

সারণি-১৭: ২০২২ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২২
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২০
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	১৯
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	০১

সারণি-১৭ এর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২২ সালে কমিশনের মানিলন্ডারিং মামলায় সাজার হার ছিল প্রায় ৯৫%। দুদক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মানিলন্ডারিং মামলায় নিখুঁত তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারায় এ সাফল্য এসেছে।

সারণি-১৮: ২০২১ ও ২০২২ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য ফাঁদ মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২১	২০২২
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৭	২১
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	০৩	১৫
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	০৪	০৬

সারণি-১৮ এর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা বেড়েছে। ২০২২ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত ফাঁদ সংক্রান্ত ৭১.৪% মামলায় সাজা হয়েছে।

সারণি-১৯ : ২০২২ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সাজা, জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্য

সাজা	(কমিশন-১৯৭+বিলুপ্ত ব্যুরো-১৪)= ২১১ টি	মোট = ৩৪৬ টি
খালাস	(কমিশন-৮১+বিলুপ্ত ব্যুরো-১৩)= ৯৪ টি	
অন্যান্যভাবে নিস্পত্তি	(কমিশন-২৯+বিলুপ্ত ব্যুরো-১২)= ৪১ টি	
কমিশন	৬৪.১৭% (সাজার হার)	মোট= ৬০.৯৮% (সাজার হার)
বিলুপ্ত ব্যুরো	৩৫.৯০% (সাজার হার)	
জরিমানার অর্থ	২৬৩২,৪১,৪৩,৭৮৩/- টাকা	
বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের মূল্য	১৩,৯৬,১৯,১৬৭/- টাকা	
মোট মামলার সংখ্যা	(কমিশন-২,৯১৪+বিলুপ্ত ব্যুরো-৪১২)= ৩,৩২৬টি	

সারণি-২০ : ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় অর্থ জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সাল	জরিমানা (টাকা)	বাজেয়াপ্ত (টাকা)
২০১৮	১৩৯,৯৪,৭৬,৯৯১	১৩,৩৪,৪৭,২৫২
২০১৯	৩৪৯৭,০৬,৮৪,৭৫৯	৪৩৬,৮৮,৯৫,৩৭৪
২০২০	৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৩,০৩,৬৯,০০০
২০২১	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭	১০,২০,৮৬,৯২৮
২০২২	২৬৩২,৪১,৪৩,৭৮৩	১৩,৯৬,১৯,১৬৭

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে এসব সম্পদ ব্যবস্থাপনা করতে কমিশনের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ২০১৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ বা ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে না; সেসব সম্পদের তথ্য সংরক্ষণ করে। তবে আদালত কর্তৃক কমিশনকে কোনো ক্রোককৃত সম্পদের রিসিভার নিয়োগ করা হলে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কমিশনের পক্ষে আদালতের আদেশ মোতাবেক উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে "অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা, ২০২০" অনুসরণ করা হয়।

সারণি-২১: সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুদকের সাফল্য

২০২২ সালে ক্রোককৃত সম্পদ ও অবরুদ্ধকৃত সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যঃ

আদেশের সংখ্যা		ক্রোককৃত সম্পদ	অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
৩৬টি	দেশে	১১৪.২৪৪ একর জমি, মূল্য- ৪৪,৬৯,১৪,৪৫৩/-, ২৭ টি বাড়ি/ভবন, মূল্য- ৫৩০,২৬,০০,৩৫৯/-, ১৯ টি ফ্ল্যাট, মূল্য-৭,৫৯,৭৬,৪৪৪/-, ১১ টি গাড়ি, মূল্য-১,৬০,০৭,৮০০/-, ০৪ টি নৌযান, মূল্য- ১,৭৭,৫৯,১০০/-, ০১ টি প্লট যার মূল্য উল্লেখ নেই। ০১ টি দোকান যার মূল্য উল্লেখ নেই।	১৪৪৮টি ব্যাংক হিসাব ও ১১টি এফডিআর এ স্থিতির পরিমাণ- ১৪৫,৫৮,৩৯,৭০৬/- টাকা ও ২৭,৯৫৪.২১$ (USD), ৫,০৫,৬১,৭৭০টি শেয়ারের মূল্য- ৭৯,২১,৩৫,৪৬০/- টাকা।
	বিদেশে	নেই	নেই
	মোট মূল্য	**৫৮৫,৯২,৫৮,১৫৬/- (পাঁচশত পঁচাশি কোটি বিরানব্বই লক্ষ আটান্ন হাজার একশত ছাপান্ন টাকা)**	**২২৪,৭৯,৭৫,১৬৬/- (দুইশত চব্বিশ কোটি ঊনআশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার একশত ছেষট্টি টাকা) ও ২৭,৯৫৪.২১$ (USD)**

সারণি-২১ পর্যালোচনা করে বলা যায়, কমিশন শুধু দেশে নয়, বিদেশেও অবৈধ সম্পদ পাচারকারীদের তাড়া করছে। কেউ যেন অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে না পারে সে বিষয়ে দুদক তার আইনি দায়িত্ব পালন করছে।

৩.৪.৫ উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্যে কমিশন ২৬ জন বিজ্ঞ আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছে। মামলার বিষয়ে কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ০১ জন বিজ্ঞ আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট সেলে দায়িত্ব পালন করছেন।

সারণি-২২ ও ২৩ এ সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন কমিশনের মামলাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-২২ : সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি/রিট/আপিল মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২২			২০২২ সালে নিষ্পত্তি	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২২ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২২ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি বিবিধ মামলার সংখ্যা	৭৭৬	৫৯৭	১,৩৭৩	৫৮০	১০৩	৪১	১৪৪	৪৯	৯৫
রিট আবেদনের সংখ্যা	৫৭৩	৯০	৬৬৩	৩৯	২০২	৭	২০৯	০	২০৯
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৭৭৭	২৪০	১,০১৭	০৯	১০	২	১২	০	১২
ফৌজদারি পুনঃ বিবেচনা (ক্রিঃ রিভিশন মামলার সংখ্যা)	৩৬৬	২২৯	৫৯৫	৮২	৩৫	২৪	৫৯	০	৫৯
মোট =	২,৪৯২	১,১৫৬	৩,৬৪৮	৭১০	৩৫০	৭৪	৪২৪	৪৯	৩৭৫

সারণি-২৩ : সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ফৌজদারি আপিল/বিবিধ/রিভিশন/রিট হতে উদ্ভূত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২২			বর্তমানে পেন্ডিং	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২২ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২২ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	২০৩	১৩৪	৩৩৭	২০৭	২০	১৫	৩৫	১৯	১৬
রিট আবেদনের সংখ্যা	১২১	১৪	১৩৫	১২৬	২৬	২	২৮	০	২৮
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৬০	১০	৭০	৬৭	১৩	০	১৩	০	১৩
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা মামলার সংখ্যা	৬০	২৫	৮৫	৮২	০১	০	০১	০	০১
মোট=	৪৪৪	১৮৩	৬২৭	৪৮৫	৬০	১৭	৭৭	১৯	৫৮

সারণি-২৪ : স্থগিত মামলার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

আদালতের নাম	স্থগিত মামলার সংখ্যা
বিচারিক আদালত (নিম্ন আদালত)	৪১৯
হাইকোর্ট বিভাগ	৩৭৫
আপিল বিভাগ	৫৮

সারণি ২৫: দুর্নীতি দমন কমিশনের পাঁচ বছরের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

কার্যক্রম		২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা		১,২৬৫	১,৭১০	৮২২	৫৩৩	৯০১
কমিশনের মামলা দায়েরের সংখ্যা		২১৬	৩৬৩	৩৪৮	৩৪৭	৪০৬
চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা		১৩৬	২৬৭	২২৮	২৬০	২২৪
ফাঁদ মামলার সংখ্যা		১৫	১৬	১৮	০৬	০৪
মামলায় সাজার হার (%)	দুদকের মামলা	৬৩%	৬৩%	৭২%	৬০%	৬৪.১৭%
	ব্যুরোর মামলা	৫০%	৪০%	৪৮%	৩০%	৩৫.৯০%
অর্থ জরিমানা (টাকা)		১৩৯,৯৪,৭৬,৯৯১	৩৪৯৭,০৬,৮৪,৭৫৯	৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭	২৬৩২.৪১,৪৩,৭৮৩
বাজেয়াপ্ত (টাকা)		১৩,৩৪,৪৭,২৫২	৪৩৬,৮৮,৯৫,৩৭৪	৩,০৩,৬৯,০০০	১০,২০,৮৬,৯২৮	১৩,৯৬,১৯,১৬৭
ক্রোককৃত সম্পদ (টাকা)		-	১১৫,৬৬,৩০,২১১	১৮০,১১,৯১,৭৪৬	৩২৬,৭১,৪৬,৬২৮	৫৮৫,৯২,৫৮,১৫৬
অবরুদ্ধ সম্পদ		-	১১৮,৫৯,৬৫,৮৭৬ (টাকা)	১৫২,৯২,৮৬,৪৯৬ (টাকা)	১১৬১,৫৮,১৪,৪৮০ (টাকা)	২২৪.৭৯,৭৫,১৬৬ (টাকা)
					৪৩,৭৪,৯২০.২২ (ইউএস ডলার)	২৭,৯৫৪.২১ (ইউএস ডলার)
					৭২,৪১,০৫৭,০৫ (কানাডিয়ান ডলার)	
					৬১,৪৯,৭১৮.২২ (অস্ট্রেলিয়ান ডলার)	
					৫৮৬.৭৫ (পাউন্ড)	
					১,০১,৭২৯.৩৬ (ইউরো) ২৪,০০০ (পাউন্ড)	

দুর্নীতি দমন কমিশন

দুদক

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্নীতি দমনে এনফোর্সমেন্ট অভিযান

৪.১ এনফোর্সমেন্ট অভিযান
৪.২ এক নজরে দুদকের এনফোর্সমেন্ট অভিযান

দুর্নীতি দমনে এনফোর্সমেন্ট অভিযান

৪.১ এনফোর্সমেন্ট অভিযান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না"। সংবিধানের এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। আইনগতভাবে দেশের দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশের দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের। দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যাবলি কমিশন আইনের ১৭ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত, দুর্নীতির প্রতিরোধমূলক কাজ, এনফোর্সমেন্ট অভিযানসহ বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধই সর্বাপেক্ষা কার্যকর কৌশল। জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড তথা দুর্নীতির তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ -এর ১৭ (ট) ধারা অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

জনস্বার্থ বিবেচনায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে দুদক অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬)। অভিযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রমকে দৃশ্যমান ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক, ৪ জন উপসহকারী পরিচালকসহ মোট ২৬ জন জনবলবিশিষ্ট এনফোর্সমেন্ট ইউনিট ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ, ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তফসিলভুক্ত অভিযোগের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিল বহির্ভূত অভিযোগ, যেমন-ব্যক্তিগত বিরোধ, যৌতুক দাবি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বোর্ড অনুমোদনের বাইরে অতিরিক্ত ফি আদায়, সামাজিক বিরোধ, পারিবারিক জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে নাগরিকগণ অভিযোগ করে থাকেন। কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগসমূহ যেমন লিপিবদ্ধ করা হয়, তেমনি তফসিলবহির্ভূত জনগুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টেলিফোনে সতর্ককরণপূর্বক অভিযোগের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত অভিযোগ, দুর্নীতি দমন কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিট কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অথবা জাতীয় বা স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কোন সংবাদ, দুদকের ই-মেইল, মোবাইল বা দপ্তরে সরাসরি প্রাপ্ত অভিযোগ বা তথ্য, এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অভিযোগ কমিশনের মহাপরিচালক (প্রশাসন) -এর নেতৃত্বে পরিচালক/উপপরিচালক (গোয়েন্দা ইউনিট), উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট ইউনিট)-এর সমন্বয়ে গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটি অভিযোগসমূহকে (১) অভিযান পরিচালনা, (২) ফাঁদ মামলা পরিচালনা, (৩) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ, (৪) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টেলিফোনিক নির্দেশনা প্রদান, (৫) দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেলে প্রদান, (৬) এনফোর্সমেন্টযোগ্য নয়/পরিসমাপ্তি এই ৬ শ্রেণিতে বিভক্ত করে। অভিযান পরিচালনার বিষয়ে মহাপরিচালক (প্রশাসন) তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনের পক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণ করেন। টিম অভিযান পরিচালনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। টিমের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কমিশনের অনুমোদনসাপেক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭-এর সর্বশেষ সংশোধনী বিধি ১০ (১)(চ) অনুযায়ী তাৎক্ষণিক মামলা দায়েরের, অনুসন্ধানের অনুমোদন গ্রহণের, প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণের অথবা অভিযোগটি পরিসমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তাৎক্ষণিক এসব অভিযানের মাধ্যমে অনেকাংশেই ঘটমান দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিতর্কিত নিয়োগ বন্ধ করা, নিম্নমানের নির্মাণকাজ বন্ধ করা, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, নদী-খাল ও সড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিবেশ রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সময় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তা নেওয়া হয়। ফলে অভিযানের মান এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২ এক নজরে দুদকের এনফোর্সমেন্ট অভিযান

সারণি-২৬: এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

	অভিযোগ প্রাপ্তি						এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম							এনফোর্সমেন্ট পরবর্তী কার্যক্রম				
	প্রাপ্ত মোট ফোন কল	রেকর্ডকৃত মোট অভিযোগ	দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল হতে	ই- মেইল ও সোশ্যাল মিডিয়া	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া	বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত মোট অভিযোগ	দুদক টিম কর্তৃক পরিচালিত অভিযান	বিভিন্ন দপ্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের সংখ্যা	তফসিল বহির্ভূত/ এনফোর্সমেন্টযোগ্য নয়	তথ্যানুসন্ধান	ফাঁদ মামলা	পেন্ডিং	গৃহীত মোট কার্যক্রম	সরাসরি মামলা দায়ের	অভিযান হতে কমিশনের অনুমোদনে উদ্ভূত অনুসন্ধান সংখ্যা	প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ	প্রাপ্ত প্রতিবেদনে সত্যতা নেই/পরিসমাপ্ত	প্রতিবেদনের উপর কমিশনের সিদ্ধান্ত
	১	২	৩	৪	৫	৬ (২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩ (৭+৮+৯+১০+১১+১২)	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮ (১৪+১৫+১৬+১৭)
মোট	৩৯,৪৮৮	১,৭৬২	১৪৮	৭৭	৫৬৩	২,৫৫০	৪৫৬	৯১৩	৭৩২	৯৬	০১	৩৫২	২,৫৫০	০৫	৬৩	১৪২	৩৯০	৬০০

** দুদক অভিযোগ কেন্দ্র - ১০৬ এ প্রাপ্ত মোট ফোন কল : ৩৯,৪৮৮
** দুদক অভিযোগ কেন্দ্র - ১০৬ এ লিপিবদ্ধকৃত মোট অভিযোগ : ১,৭৬২
** দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ : ১৪৮
** ই-মেইল ও সোশ্যাল মিডিয়া সোর্স থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ : ৭৭
** প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ : ৫৬৩

স্থানীয় সরকার ও নাগরিক সেবা, ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, বন ও পরিবেশ, পরিষেবা, প্রকৌশল, কৃষি, অর্থসহ প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই এসব অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানের মাধ্যমে দপ্তরসমূহে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে এ অভিযান দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অভিযান পরিচালনাকালে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয়ভাবে যেমন কমিশনের সশস্ত্র পুলিশ ইউনিটকে ব্যবহার করা হচ্ছে, পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে পুলিশসহ প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

সারণি-২৭: এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরবর্তী গৃহীত কার্যক্রম

ক্র. নং	বিষয়	মোট	মন্তব্য
১	শাস্তিমূলক বদলি/বিভাগীয় ব্যবস্থা	১০ জন	
২	বরখাস্ত	০৭ জন	
৩	কারণ দর্শানোর নোটিস	০৩ জন	
৪	জরিমানা	৫,১৩,৯০০ টাকা	অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার, অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা, বালু উত্তোলন, সরকারি জমি দখল ইত্যাদি অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৫,১৩,৯০০/-টাকা জরিমানা করা হয়।
৫	কারাদণ্ড	১৩ জন	পাসপোর্ট, বিআরটিএ ও রেলওয়ে অফিসের কর্মচারী/দালাল, অবৈধভাবে খাস জমি ও গ্যাস সংযোগ ব্যবহারকারীদের ১৩ জনকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
৬	সরকারি অর্থ আত্মসাৎ উদ্ঘাটন	১,১২,৪১,৪৮৭ টাকা	
৭	ঘুষের অর্থ উদ্ধার	৯৬,০০০ টাকা	
৮	তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান	৯৯ জন	টেলিফোনিক নির্দেশনার মাধ্যমে

ক্র. নং	বিষয়	মোট	মন্তব্য
৯	নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ	২০ কিঃমিঃ (প্রায়)	
১০	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ	১১০টি	ঘর
১১	সরকারি খাস জমি উদ্ধার	৪০ শতক	অবৈধভাবে দখলকৃত ৪০ শতক সরকারি খাস জমি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়।
১২	অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন	৬৯ ইউনিট	
১৩	সরকারি চাল উদ্ধার	২০ মেট্রিক টন	
১৪	দলিল লেখক লাইসেন্স বাতিল	১ জন	
১৫	পদোন্নতিতে অনিয়ম রোধ	২ জন	হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট ও হিসাবরক্ষক পদে ২ জন ব্যক্তির পদোন্নতিতে অনিয়ম রোধ করা হয়।
১৬	অবৈধ টোল আদায় বন্ধ	০২টি	১টি সেতু ও ১টি ফেরিঘাটে অবৈধ টোল আদায় বন্ধ করা হয়েছে।
১৭	টেন্ডার অনিয়ম রোধ	৯,২৫,৩৫৫ টাকা	
১৮	নিয়োগ দুর্নীতি বন্ধ	১১	
১৯	কাবিটা প্রকল্পের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটন	৫,৭৪,০০০ টাকা	
২০	এতিমদের অর্থ আত্মসাৎ রোধ	০৭টি	
২১	বীমা দাবি পরিশোধ	০১টি	
২২	জাল সনদে চাকরি প্রাপ্তি রোধ	০২টি	
২৩	জাল দলিল সৃজন উদ্‌ঘাটন	০২টি	
২৪	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদানে দুর্নীতি উদ্‌ঘাটন	৫,০২,৫৯২ টাকা	

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের প্রাত্যহিক কার্যক্রম যেমন-অভিযান, পত্র প্রেরণ, ফাঁদ কার্যক্রম, ইত্যাদি সম্পর্কিত খবর কমিশনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে (www.facebook.com/acc.org.bd) প্রকাশের ফলে যেমন কমিশনের কার্যক্রম প্রশংসিত হচ্ছে, আবার অনেকে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার অনুরোধ জানাচ্ছেন। গঠনমূলক সমালোচনা আমলে নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট নিজেদের কার্যক্রমকে আরো মানসম্মত করার নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এসব অভিযানের কারণে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হচ্ছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে নাগরিকগণ তাদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হচ্ছেন, সরকারি কর্মকর্তাগণও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। সর্বোপরি, এসব অভিযানের মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি সীমাহীন দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৫.১ ভূমিকা
৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি
৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম
৫.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৫.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ১৭ ধারায় কমিশনের কার্যাবলির বিবরণ রয়েছে। আইন অনুসারে কমিশনের ১১টি কার্যক্রমের মধ্যে ৬টি কার্যক্রম দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে কমিশন বাস্তবসম্মত বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। নাগরিকদের যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সংবেদনশীল করা যায় তবেই দুর্নীতি প্রতিরোধ সহজ হতে পারে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই কমিশন দেশের সকল নগর/মহানগর, জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছে। এ সকল কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজ শক্তিকে জাগ্রত করার মানসে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ সকল কমিটির সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, বিদ্যুৎসহ সেবাখাতে যে সকল অনিয়ম, হয়রানি, দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন নগর, মহানগর, জেলা ও উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে স্ব-স্ব কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'সততা সংঘ' (Integrity Unit) গড়ে তুলেছে কমিশন। সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে এ সকল কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে দুর্নীতি তথা সকল প্রকার অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার লক্ষ্যে কমিশন এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ যদি তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন এবং সম্মিলিতভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাহলে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। দুর্নীতি দমন কমিশন নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে একই ছায়াতলে আনতে চায়। এ কারণেই কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে সর্বস্তরের নাগরিকের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

গবেষণা, পরীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না"। কমিশন সকলের সহযোগিতায় দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয় ভোগ করার এ অনৈতিক পথ রুদ্ধ করতে চায়। দুদক আইন, ২০০৪ এর ১৭ (চ) ধারায় বলা হয়েছে "দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা"। আবার একই আইনের ১৭ (ছ) ধারায় বলা হয়েছে "দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।" দুর্নীতি প্রতিরোধ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা, দুর্নীতি প্রতিরোধে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সর্বোপরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলাসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ১৭(ট) ধারায় বলা হয়েছে, "দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।"

কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ অনুবিভাগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সততা স্টোর, সততা সংঘ, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনসহ জনসাধারণের অর্ন্তভুক্তিমূলক সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। কমিশন এ অনুবিভাগের মাধ্যমে মহানগর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থার গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক তা পরিচালনা করছে। প্রতিটি কমিটি গঠনে এই গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুসরণ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তম চর্চার বিকাশে কমিশন সততা স্টোর গঠন করেছে। এক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সততা স্টোর গঠনের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি

৫.২.১ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ দুরূহ। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। দুর্নীতি দমন কমিশন এ আন্দোলনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, এনজিও, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, পেশাজীবীসহ সকলকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একই প্ল্যাটফর্মে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমাজে শুদ্ধাচার ও শুদ্ধাচারের বিকাশে সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। কমিশন আশান্বিত, কারণ দেশের আপামর জনসাধারণ দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশনের কার্যক্রমকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিচ্ছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছেন এবং দুর্নীতিবাজদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করছেন।

৫.২.২ দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি

দুর্নীতি প্রতিরোধের কর্মসূচি পরিপূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে কমিশন দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও মহানগরগুলোতে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে এবং এ সকল কমিটির মাধ্যমে আচরণগত উৎকর্ষ তথা উত্তম চর্চার বিকাশে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬ সালে সংশোধিত মহানগর/জেলা/ উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থা গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুযায়ী অনধিক ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং অনধিক ৯ সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং ৭ সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। কমিটির সকল সদস্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত হন এবং কমিশনের নিকট সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকেন। কমিটির জন্য নির্ধারিত এলাকায় বসবাসকারী পূর্ণবয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণই কেবল কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ার যোগ্য হন। বিদেশি কোনো নাগরিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী, কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য, আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ বা দেউলিয়া ঘোষিত, ঋণখেলাপি, কোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত অথবা আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না। মূলত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিগুলো স্বেচ্ছাব্রতী, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তাসহ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সৎ ও সক্রিয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত। কমিশনের অর্থ ও হিসাব অধিশাখা কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের সকল প্রকার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়। এ অধিশাখা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ছকে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। কমিটির যে কোনো তিন সদস্যের সমন্বয়ে হিসাব-নিরীক্ষা উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি নির্ধারিত সময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে কমিটির নিকট নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। কমিশনের উপপরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাগণ যে কোনো কমিটির হিসাব পরিদর্শন করতে পারেন। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এ নীতিমালার আলোকেই দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সারণি-২৮ : ২০২২ সালের বিভাগভিত্তিক উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির (দুপ্রক) সংখ্যা

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	মহানগর দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	উপজেলা দুপ্রক	মোট দুপ্রক
১	ঢাকা	০৮	১২	৭৪	৯৫
২	চট্টগ্রাম	০১	১০	৯৩	১০৪
৩	রাজশাহী	-	০৮	৫৯	৬৭
৪	খুলনা	-	১০	৫০	৬০
৫	বরিশাল	-	০৬	৩৬	৪২
৬	সিলেট	-	০৪	৩৬	৪০
৭	রংপুর	-	০৮	৫০	৫৮
৮	ময়মনসিংহ	-	০৪	৩৩	৩৬
	মোট	০৯	৬২	৪৩১	৫০২

৫.২.৩ 'সততা সংঘ' - তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চ

নতুন প্রজন্মই আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দিবে। সৎ এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম সৃষ্টি করা গেলেই দুর্নীতিসহ সকল প্রকার অনৈতিকতার লাগাম টেনে ধরা সহজ হবে। এ উদ্দেশ্যে কমিশন দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সততা সংঘ গঠন করছে। সততা সংঘ হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধকে গ্রথিত করার মানসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। তাদের নৈতিকতা ও সততা হতে হবে সমাজের কালোত্তীর্ণ নীতি ও প্রথার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। দুর্নীতি দমন কমিশন "সততাই সর্বোত্তম নীতি" এ আদর্শে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। কারণ দুর্নীতি আমাদের সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের অতীত ঐতিহ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। টেকসই উন্নয়নের সবকিছুই ভবিষ্যৎ নিয়ে আবর্তিত। সঙ্গত কারণে নতুন প্রজন্ম এর কেন্দ্রবিন্দু। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নিষ্ঠাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব-স্ব কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'সততা সংঘ' গড়ে তুলেছে কমিশন। সততা সংঘের গঠনতন্ত্র ও কার্য নির্দেশিকা-২০১৫ অনুসারে 'সততা সংঘ' এর সদস্যরা হবে সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবী, সকল প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত এবং আইনের বিধানাবলির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কার্যক্রমে জড়িত হবে না। প্রতিটি সততা সংঘে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১ (এগার) জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের সমন্বয়ে পরামর্শক কাউন্সিল (Advisory Council) গঠন করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী সততা সংঘের সাধারণ সদস্য। পরামর্শক কাউন্সিলের সাথে পরামর্শক্রমে মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিটি 'সততা সংঘের' কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত করেন। কমিশন সততা সংঘের সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা, জেলা ও শহরগুলোতে মানববন্ধন, পদযাত্রা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, নাটক, বিতর্ক, কার্টুন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কমিশন সততা সংঘের সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত শিক্ষা উপকরণ যেমন-খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি প্রদান করে আসছে।

সারণি-২৯ : বিভাগভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	সততা সংঘের সংখ্যা
১	ঢাকা	৪,৭১৮
২	চট্টগ্রাম	৪,৫১৭
৩	রাজশাহী	৪,০৬৮
৪	খুলনা	৪,২২০
৫	বরিশাল	২,৮২৫
৬	সিলেট	১,২৪৭
৭	রংপুর	৪,১৮৫
৮	ময়মনসিংহ	১,৮৪৯
	মোট	২৭,৬২৯

৫.২.৪ প্রাত্যহিক জীবনে উত্তম চর্চার বিকাশে "সততা স্টোর"

তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততার ব্যবহারিক চর্চার বিকাশ ঘটানোর নিমিত্ত কমিশন ২০১৬ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় সততা স্টোর গঠনের উদ্যোগ নেয়। সততা স্টোর হলো বিক্রেতাবিহীন দোকান। এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি রয়েছে বিস্কুট, চিপস, চকোলেট ইত্যাদি। প্রতিটি সততা স্টোরে পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশ বাক্স ইত্যাদি রয়েছে, নেই শুধু বিক্রেতা। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে নিজেরাই ক্যাশ বাক্সে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করছে। কমিশনের কাছে এখন পর্যন্ত এ সকল স্টোর পরিচালনার

ক্ষেত্রে অনৈতিকতার কোনো অভিযোগ আসেনি। শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছতা এবং সততা কমিশনকে আশান্বিত করছে। কমিশনের উদ্যোগ ছাড়াও কোনো কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করছেন। কমিশন বিশ্বাস করে, সততা ও নৈতিকতা প্রাত্যহিক জীবনে নিবিড় চর্চার বিষয়। পরিশুদ্ধ সমাজ নির্মাণে সততা চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তরুণরা অনুকরণপ্রিয় হয়। তাদের মননে একবার কোনটি সঠিক কিংবা ভুল তা নির্ধারিত হলে, সঠিক অবস্থান নিতে তারা ভুল করবে না।

সারণি-৩০ : বিভাগভিত্তিক সততা স্টোরের পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	সততা স্টোর সংখ্যা
১	ঢাকা	১,০৬৪
২	চট্টগ্রাম	৯১২
৩	রাজশাহী	৫৪৯
৪	খুলনা	১,৩৬৫
৫	বরিশাল	৪৩৭
৬	সিলেট	৪৭৪
৭	রংপুর	৭৩০
৮	ময়মনসিংহ	২২৫
	মোট	৫,৭৫৬

৫.২.৫ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রতিরোধ কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ সাংবাৎসরিক ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, সততা সংঘ ও স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা হয়।

সাধারণত মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং এসব কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত সততা সংঘের সদস্যদের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী র‍্যালি, মানববন্ধন, পদযাত্রা, সভা-সেমিনার, কর্মশালা, তথ্যচিত্র, কার্টুন প্রদর্শনী, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহ স্থানীয় নাগরিক সমাজ, সততা সংঘ, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে যেসব দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা আয়োজন করে সেসব কর্মসুচিতে বিভিন্ন পেশার সচেতন মানুষ অংশ নিয়ে চলমান দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনকে কমিশন সর্বদা স্বাগত জানায়। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (২১ নভেম্বর), বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। এ ধরনের প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিতে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সকল পর্যায়ের কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। উত্তম চর্চার বিকাশে ২০২২ সালে "খারাপ কাজ করবো না, খারাপ কাজ সইবো না", "ভালো কাজ করবো, দেশকে সবাই গড়বো", "দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো", "সত্য কথা বলবো, অন্যায়-অবিচার রুখবো", "আইন মেনে চলবো, নিরাপদে থাকবো", "দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতি বিদায় দিন", "মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না", "গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না" ইত্যাদি সুবচন সংবলিত প্রায় ২৪,৬৬০টি খাতা, ২৪,৬৬০টি স্কেল, ২৪,৬৬০টি জ্যামিতি বক্স, ৫,৯১০টি ছাতা, ৫,৯১০টি স্কুল ব্যাগ, ২৪,৬৬০টি কলমদানি, ২৪,৬৬০টি টিফিন বক্স, ২৪,৬৬০টি পানির পট, ৯,৮৫০টি হ্যান্ডপার্স এবং ২,৪৭৫টি ডাস্টবিন দেশব্যাপী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি-৩১ : ২০২২ সালে উত্তম চর্চার বিকাশে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নম্বর	উপকরণের নাম	উপকরণের সংখ্যা
১	খাতা	২৪,৬৬০
২	স্কেল	২৪,৬৬০
৩	জ্যামিতি বক্স	২৪,৬৬০
৪	ছাতা	৫,৯১০
৫	স্কুলব্যাগ ও অন্যান্য	৫,৯১০
৬	কলমদানি	২৪,৬৬০
৭	টিফিন বক্স	২৪,৬৬০
৮	পানির পট	২৪,৬৬০
৯	হ্যান্ডপার্স	৯,৮৫০
১০	ডাস্টবিন	২,৪৭৫

৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম

নৈতিকতার উন্নয়ন ও উত্তম চর্চার বিকাশে সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগানোর মানসে কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ দুর্নীতিবিরোধী তথ্যের প্রচার ও প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে।

- **ক্ষুদেবার্তা:** প্রতিরোধ অনুবিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সহায়তায় মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের দুর্নীতিবিরোধী ক্ষুদেবার্তা পাঠানো হয়।
- **পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ:** দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- **উত্তম চর্চার বিকাশে সুবচন:** "খারাপ কাজ করবো না, খারাপ কাজ সইবো না", "ভালো কাজ করবো, দেশকে সবাই গড়বো", "দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো", "সত্য কথা বলবো, অন্যায় - অবিচার রুখবো", আইন মেনে চলবো, নিরাপদে থাকবো", "দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন", "মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না", "গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না", ইত্যাদি সুবচন সংবলিত খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, টেবিল ঘড়ি এবং ছাতা দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
- **তথ্যচিত্র প্রচার:** দেশে দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "শাস্তি", "সত্যের জয়", "ভালো থাকবো ভালো রাখবো", "ভুল","সততার জয়" নামক স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্রসহ একাধিক টিভিসি বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে। একইভাবে জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডসহ প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে জনসমাগম হয় এমন এলাকায় এ তথ্যচিত্রসমূহ নিয়মিত প্রচার করা হয়।
- **দুর্নীতি দমন কমিশনের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা দুদক বার্তা:** ত্রৈমাসিক প্রকাশনা "দুদক বার্তা" প্রকাশনার মাধ্যমে কমিশনের সকল প্রকার কার্যক্রম, যেমন-মামলা দায়ের, চার্জশিট দাখিল, বিচারিক আদালতে মামলার রায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান, দুদক সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও গণশুনানিসহ কমিশনের পূর্ববর্তী মাসের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। কমিশনের কার্যক্রম জনগণকে অবহিত করার জন্য কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে বিনামূল্যে "দুদক বার্তা" সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

৫.৩.১ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন

দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে জাতিসংঘ ৯ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরের পর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবসটি পালন করে আসছে। সরকার ২০১৭ সালে এই দিবসটি জাতীয়ভাবে পালনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত পরিপত্রে 'খ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। **'দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব'** প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় কমিশন ২০২২ সালে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। সকাল পৌনে ৯টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এরপর দুদক চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে কমিশনের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দুদকের প্যানেল আইনজীবী, ঢাকা মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, গার্ল গাইডস, আনসার ও ভিডিপি, বিএনসিসি, বিভিন্ন এনজিও, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ডিএমপি ও ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজিসহ বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা জেলা প্রশাসনসহ নগরীর সর্বস্তরের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র সম্মুখস্থ সড়কের দুই পাশে দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন করা হয়। এ মানববন্ধনে দুর্নীতিবিরোধী প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পায়। ঢাকার মতো দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় একই সময়ে একইভাবে দুর্নীতিবিরোধী কর্মসূচি পালিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বাণীবদ্ধ ভাষণ প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী।

৫.৩.২ দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড

কমিশন গণমাধ্যমে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সৃজনশীল প্রতিবেদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে **"দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড"** প্রবর্তন করেছে। প্রতি বছর দু'টি ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়। দেশের খ্যাতিমান সাংবাদিকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন এ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ও অনলাইন এবং প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে ৬ জন সাংবাদিককে দুদক কর্তৃক প্রবর্তিত **"দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড"**প্রদান করা হয়।

৫.৩.৩ দুর্নীতিবিরোধী মডেল বিতর্ক প্রতিযোগিতা

২০২২ সালে কলেজ পর্যায়ে মাদারীপুর জেলায় দুর্নীতিবিরোধী মডেল বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দুর্নীতিবিরোধী মডেল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ৪৮টি কলেজের ২৮৮ জন বিতার্কিক অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় সরকারি শেখ হাসিনা একাডেমি এন্ড উইমেন্স কলেজ, রানার্স আপ হয় ডি.কে. আইডিয়াল সাঈদ আতাহার আলী একাডেমি এন্ড কলেজ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান কলেজ, মাদারীপুর।

৫.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীদারিত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে United Nations Convention against Corruption (UNCAC) -এর ৪৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ভুটানের Anti-Corruption Commission, The Investigative Committee of the Russian Federation (ICRF), ২০১৯ সালে ভারতের Central Bureau of Investigation (CBI) -এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে দুদক। বর্তমানে ভারতের Central Bureau of Investigation (CBI) -এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি দ্বিতীয় মেয়াদে চলমান। এ সমঝোতা স্মারকে দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, প্রমাণিকরণ, দুর্নীতি

প্রতিরোধসহ অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম চর্চা, দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশন উত্তম চর্চার বিকাশে ইন্দোনেশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়াসহ প্রায় ২২টি দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

ইতোপূর্বে, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান যেমন - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, অক্সফাম, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এ্যাসোসিয়েশন, বিএনসিসি ও কাইটস্ বাংলাদেশ যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ‘দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত’ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়। এছাড়া, মানবাধিকার কমিশন, র‌্যাব, বিটিভি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পিকেএসএফ, নির্বাচন কমিশন, তথ্য কমিশন, পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থার সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিশন প্রতিবেদনাধীন সময়ে অন্যান্য অংশীজনের সাথে উত্তম চর্চা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অব্যাহত রেখেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কার্টুন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা, পথসভা, মানববন্ধন, পদযাত্রা ও দুর্নীতিবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া, প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কমিশনকে অনুপ্রাণিত করছে।

জাতিসংঘের United Nations Convention against Corruption (UNCAC) দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচনসহ দুর্নীতি যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। উক্ত কনভেনশনে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি সমন্বিত দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি পরিসরে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে সরকার। উক্ত শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত ১০টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম দুর্নীতি দমন কমিশন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লড়াই এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিরোধ অনুবিভাগের NIS এবং UNCAC Focal Point অধিশাখার মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, রিপোর্টিং এবং সমন্বয়ের কাজ সম্পাদিত হয়। দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে। প্রতিরোধ অনুবিভাগের মহাপরিচালক পদাধিকারবলে দুর্নীতি দমন কমিশনের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণশুনানি

৬.১ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গণশুনানি

গণশুনানি

৬.১ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গণশুনানি

৬.১.১ ভূমিকা

স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবা এবং সরকারের কল্যাণমূলক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে গণশুনানি। গণশুনানি সরকারি সেবাপ্রত্যাশী জনগণ এবং সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং দায়বদ্ধতা সৃষ্টির অভিনব কৌশল। কমিশনের গণশুনানি অনেকটা ত্রি-পক্ষীয় বৈঠক। এখানে অভিযোগকারী সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ, সেবা প্রদানকারী সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। সকলের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে তাৎক্ষণিকভাবে অধিকাংশ অভিযোগ/সমস্যার সমাধান করা হয়। যেসব সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব হয় না, সেসব সমস্যা ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গণশুনানি পরিচালনা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন। ফলে তৃণমূলের সাধারণ মানুষ তাদের অভিযোগ জানাতে পারছে।

গণশুনানিতে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে হয়রানির মূলে রয়েছে নাগরিকদের অসচেতনতা এবং কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং সরকারি সেবা প্রদানে নির্ধারিত সময়-সীমা অনুসরণ না করা। গণশুনানির মাধ্যমে দুর্নীতির উৎস চিহ্নিতকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা, সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফলোআপ গণশুনানি পরিচালনা সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, যা কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করে।

২০১৪ সালে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে গণশুনানির যাত্রা শুরু হয়। কমিশন এ পর্যন্ত মোট ১৪৮টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। কমিশন ২০২২ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় ০৩টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। গণশুনানিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সমর্থন কমিশনকে গণশুনানি পরিচালনায় উৎসাহিত করে। বর্তমানে কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কারিগরি সহায়তা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

৬.১.২ গণশুনানির উদ্দেশ্য

- সেবাপ্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলো সেবাপ্রদানকারী দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা;
- নাগরিক সনদের (Citizen Charter) ভিত্তিতে নাগরিকদেরকে প্রদেয় সেবার মান উন্নয়ন করা;
- স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা;
- সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং সেবাদানকারীগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা;
- সেবাপ্রত্যাশী নাগরিক এবং সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দীর্ঘসূত্রিতার উৎস চিহ্নিত করা এবং সেগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ক্ষেত্রবিশেষে প্রশাসনিক এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬.১.৩ গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC) -এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও রিপোর্টিং -এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২ -এ নাগরিকদেরকে দুর্নীতিমুক্ত সেবাপ্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুশাসনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে, যা গণশুনানি ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতার পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেগবান করা সম্ভব। পঞ্চমত, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর অভীষ্ট ১৬ এ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে গণশুনানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ এ বর্ণিত সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাঠামো অনুযায়ী সেবা প্রদানের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার জন্য প্রয়োজন (১) নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর (Voice), (২) নাগরিকগণ কর্তৃক সেবাপ্রদানকারীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (Citizen Power) এবং নাগরিকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিনির্ধারক কর্তৃক সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রণোদনা কাঠামো প্রবর্তন। গণশুনানির মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীকে নাগরিকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ করার বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৬.১.৪ গণশুনানির আইনগত কাঠামো

সংবিধানের বিধানসমূহ

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না ..."।
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(২) "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"।
- সরকার অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২।
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১ জুন ২০১৪ ও ৫ জুন ২০১৪ তারিখে জারিকৃত অফিস স্মারকদ্বয়ে সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি সকল দপ্তর কর্তৃক গণশুনানি আয়োজনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ।
- তথ্য প্রদানকারী সুরক্ষা আইন, ২০১২।

৬.১.৫ গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা অতীব জরুরি। সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। প্রতিটি গণশুনানিতে কমিশনের চেয়ারম্যান অথবা কমিশনার উপস্থিত থেকে গণশুনানি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। ২০১৬ সালে দুদক গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে। বর্তমানে এ নীতিমালার ভিত্তিতেই গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রতিটি গণশুনানি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, এনজিও এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গসহ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর কমিশনার, ওয়ার্ড কমিশনারগণ সম্মানিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের জন্য গণশুনানি উন্মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৬.১.৬ বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

২০২২ সালে রংপুর মহানগর, পটুয়াখালী জেলা সদর এবং চট্টগ্রাম মহানগরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সেবা প্রদান সংক্রান্ত গণশুনানি আয়োজন করেছে কমিশন। এসব গণশুনানির মাধ্যমে ২০২২ সালে কমিশন তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের নিকট থেকে ৯৭টি অভিযোগ পায়। এর মধ্যে ৬১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিগত তিন বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হলো:

সারণি-৩২: ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালে বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

বছর	গণশুনানি/ফলোআপ গণশুনানির সংখ্যা
২০২০	০৫
২০২১	০১
২০২২	০৩

৬.১.৭ গণশুনানির ফলাফল

জনগণকে সেবা প্রদান করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এ দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা এবং প্রতিটি সরকারি দপ্তরকে স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিয়মিত গণশুনানি ও ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে। দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা গণশুনানিতে উদঘাটিত হলে তা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দুর্নীতির উৎস এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এবং তার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ পেশ করা হচ্ছে। অনিয়ম, হয়রানি ও সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণে গণশুনানি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ ভূমিকা
৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ
৭.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনের সকল কর্মচারীকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের প্রারম্ভে স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পাশাপাশি কমিশনের বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উত্তম চর্চার বিকাশ এবং সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কর্মচারীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, পারস্পরিক আলোচনা ও হাতে-কলমে শিখনের সুযোগ করে দেয়। ফলে কর্মদক্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞানবৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরি হয়; অর্জিত হয় পেশাদারিত্ব। ইতোমধ্যে দেশের প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে কমিশনের নিজস্ব একটি আধুনিকমানের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষা ও গবেষণার কাজে অংশ নিতে পারবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে দুর্নীতির ধরন পাল্টে যাচ্ছে; দুর্নীতির মাধ্যমে লব্ধ অর্থ পাচার হচ্ছে বিভিন্ন দেশে; চালু হয়েছে বিট কয়েনের মতো ডিজিটাল মুদ্রা। দুর্নীতি এখন ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বহুদূর বিস্তৃত। এ সকল দুর্নীতির অভিযোগ দক্ষতার সাথে অনুসন্ধান ও তদন্ত করে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে আদালতে উপস্থাপনপূর্বক নির্ভুল ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা এখন দুদক কর্মকর্তাদের মুল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠানের রকম ও ধরন, উপায় ও পদ্ধতি সন্নিবেশ করার কাজ করছে। এ জন্য মৌলিক অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণের বাইরেও দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, অডিটিং, স্টক মার্কেট, গোয়েন্দা, সাইবার ক্রাইম, ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স, প্রকিউরমেন্ট ইত্যাদি বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

সারণি-৩৩: ২০২২ সালের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজক/সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
১	সুশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১১/০১/২০২২-১৩/০১/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২	e-GP সিস্টেমের Policy Level কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৭/০১/২০২২	০৫ জন	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৩	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২০/০১/২০২২ ও ১৪/০২/২০২২	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৪	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১৩/০২/২০২২-১৭/০২/২০২২	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৫	Short Procurement Training: Orientation of Anti-Corruption Commission Officials	২৪/০২/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	ITCILO
৬	Short Procurement Training: Orientation of Anti-Corruption Commission Officials	২৭/০২/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	ITCILO
৭	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১৩/০৩/২০২২-১৪/০৩/২০২২	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজক/সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৮	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২০/০৩/২০২২-২১/০৩/২০২২	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৯	Short Procurement Training: Orientation of Anti-Corruption Commission Officials	২১/০৩/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	ITCILO
১০	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২৩/০৩/২০২২-২৪/০৩/২০২২	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
১১	Short Procurement Training: Orientation of Anti-Corruption Commission Officials	২৪/০৩/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	ITCILO
১২	Short Procurement Training: Orientation of Anti-Corruption Commission Officials	৩১/০৩/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	ITCILO
১৩	Training on Financial Accounting Course (FAC)	১৭/০৪/২০২২-২১/০৪/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৪	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১৭/০৪/২০২২-১৯/০৪/২০২২	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
১৫	ক্যাপিটাল মার্কেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৯/০৫/২০২২-১১/০৫/২০২২	৩০ জন	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৬	Workshop on "Protecting Public Integrity: Prosecuting and Investigating Complex Corruption Cases".	১৯/০৫/২০২২-২১/০৫/২০২২	৩০ জন	U. S. Embassy, Dhaka	U. S. Embassy, Dhaka
১৭	৫৮তম সিনিয়র সিকিউরিটি কোর্স	১৭/০৫/২০২২-০২/০৬/২০২২	১০ জন	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা
১৮	ক্যাপিটাল মার্কেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৩/০৫/২০২২-২৫/০৫/২০২২	২৬ জন	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
১৯	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২৫/০৫/২০২২	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
২০	নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২২/০৫/২০২২-২৬/০৫/২০২২	১৩৫ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২১	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২৯/০৫/২০২২-০২/০৬/২০২২	১০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
২২	ক্যাপিটাল মার্কেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৭/০৬/২০২২-০৯/০৬/২০২২	২৮ জন	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২৩	নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১২/০৬/২০২২-১৬/০৬/২০২২	১১৫ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২৪	শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২২/০৬/২০২২	৩৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজক/সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
২৫	ব্যাংকিং কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ	২৬/০৬/২০২২-৩০/০৬/২০২২	২৫ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন ও সোনালী ব্যাংক
২৬	Audio & Video Forensic (Voice Analysis & Biometric)	১৯/০৭/২০২২-২০/০৭/২০২২	১০ জন	ডায়নামিক সল্যুশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
২৭	Audio & Video Forensic (Voice Analysis & Biometric)	১১/০৮/২০২২	১০ জন	ডায়নামিক সল্যুশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
২৮	নবনিয়োগকৃত সহকারী পরিদর্শকদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২১/০৮/২০২২-২৫/০৮/২০২২	২৪ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২৯	নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ১ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	২৯/০৮/২০২২-২৭/১০/২০২২	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩০	Audio & Video Forensic (Voice Analysis & Biometric)	২১/০৮/২০২২-২২/০৮/২০২২	১০ জন	ডায়নামিক সল্যুশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৩১	Audio & Video Forensic (Voice Analysis & Biometric)	২৮/০৯/২০২২	১০ জন	ডায়নামিক সল্যুশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৩২	শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯/০৯/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩৩	প্রসিকিউশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ	২৩/১০/২০২২-২৫/১০/২০২২	২৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৩৪	প্রসিকিউশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ	০১/১১/২০২২-০৩/১১/২০২২	২৮ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৩৫	প্রসিকিউশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ	০৮/১১/২০২২-১০/১১/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৩৬	১০৭ তম জুনিয়র সিকিউরিটি কোর্স-২০২২	২৩/১০/২০২২-০৩/১১/২০২২	০১ জন	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা
৩৭	নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ২য় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০/১০/২০২২-২৭/১২/২০২২	৪০ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩৮	নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	২০/১১/২০২২-১৮/০১/২০২৩	৭০ জন	আরপিএটিসি, ঢাকা	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৩৯	আইপিএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৮/১১/২০২২	১২ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৪০	শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯/১২/২০২২	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন	দুর্নীতি দমন কমিশন

৭.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

সারণি-৩৪: ২০২২ সালের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজনকারী দেশ	অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
১	Computer Forensic Tools (MAGNET Forensic)	২৩/০১/২০২২-৩০/০১/২০২২	৩ জন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
২	DVR Recovery & Examiner	০১/০২/২০২২-০৮/০২/২০২২	৩ জন	সংযুক্ত আরব আমিরাত	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৩	Training on Mobile Forensic Tools	১০/০৩/২০২২-২৫/০৩/২০২২	৩ জন	সংযুক্ত আরব আমিরাত	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৪	Computer Forensic Tool	০৮/০৫/২০২২-২০/০৫/২০২২	৩ জন	ভারত	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৫	Audio & Video Forensic	১৩/০৬/২০২২-২৩/০৬/২০২২	৩ জন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
৬	Professional Development Program on Effective Anti-Corruption Policy, Strategy & Practices	১০/০৫/২০২২-২০/০৫/২০২২	২১ জন	থাইল্যান্ড	দুর্নীতি দমন কমিশন
৭	Professional Development Program on Effective Anti-Corruption Policy, Strategy & Practices	২৩/০৫/২০২২ ০২/০৬/২০২২	২০ জন	থাইল্যান্ড	দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন

দুদক

অষ্টম অধ্যায়

দুদক প্রাতিষ্ঠানিক টিমের দপ্তরভিত্তিক সুপারিশমালা

৮.১ ভূমিকা
৮.২ পরিবেশ অধিদপ্তরে চলমান অনিয়ম ও ব্যর্থতার কারণসমূহ
৮.৩ দুর্নীতির উৎস
৮.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম
৮.৫ দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক টিমের সুপারিশমালা

দুদক প্রাতিষ্ঠানিক টিমের দপ্তরভিত্তিক সুপারিশমালা

৮.১ ভূমিকা

দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধানের পদ্ধতিগত ত্রুটি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব এবং জনবল সংকটের কারণে যে সকল দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয় তার উৎস চিহ্নিতকরণসহ এই উৎসসমূহ বন্ধে বা প্রতিরোধে বাস্তবতার নিরিখে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক পৃথক ২৫টি প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করা হয়। তন্মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর -এর আইন, বিধি, পরিচালন পদ্ধতি, সরকারি অর্থ অপচয়ের দিকসমূহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের একজন পরিচালকের নেতৃত্বে একজন উপপরিচালক এবং একজন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর -এর দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করা হয়। এই প্রাতিষ্ঠানিক টিম তাদের অনুসন্ধানকালে পরিবেশ অধিদপ্তর -এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা এবং এতদ্‌বিষয়ে যারা সম্যক ধারণা রাখেন তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা পর্যালোচনা করে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক টিম তাদের অনুসন্ধানকালে পরিবেশ অধিদপ্তর -এর বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসহ ভুক্তভোগীদের বক্তব্য, প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক বিবৃতি, নিরীক্ষা ও অডিট প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করে। সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক টিম পরিবেশ অধিদপ্তর -এর দুর্নীতির উৎস ও ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে প্রণীত সুপারিশমালা প্রতিবেদন আকারে কমিশনে দাখিল করে। পরিবেশ অধিদপ্তরে চলমান নিম্নবর্ণিত অনিয়ম ও ব্যর্থতার কারণসমূহ, দুর্নীতির উৎস ও সুপারিশমালার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দাখিলকৃত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য কমিশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮.২ পরিবেশ অধিদপ্তরে চলমান অনিয়ম ও ব্যর্থতার কারণসমূহ

সাম্প্রতিক 'সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন হয়। জরিপকৃত শিল্প-কারখানার শতকরা ৬৬ ভাগ পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন করে থাকে। শিল্প-কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রেণিভেদে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। টিআইবি'র গবেষণায় বলা হয়েছে যে, জরিপকৃত শিল্প-কারখানার শতকরা ৫১ ভাগ মেয়াদোত্তীর্ণ ছাড়পত্র দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার শতকরা ৭০ ভাগ তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত নবায়নের জন্য আবেদনই করেনি। দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধান টিম কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত পরিবেশ অধিদপ্তরের কাজের যথাযথ মান না থাকার পেছনে সার্বিক কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) পরিবেশ অধিদপ্তরের কিছু সংখ্যক অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি;
(২) পরিবেশ দূষণরোধে বিদ্যমান আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং শাস্তির বিধান নিশ্চিতকরণে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের অনীহা ও শক্তিশালী স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব;
(৩) অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের পরস্পর যোগসাজশ;
(৪) কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার অভাব;
(৫) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়াদোত্তীর্ণ ছাড়পত্র ব্যবহার এবং ছাড়পত্র নবায়নে অনীহা;
(৬) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও নিরীক্ষায় ঘাটতি;
(৭) পরিবেশ রক্ষায় পেশাগত দক্ষতার অভাব;
(৮) পরিবেশ রক্ষার সাথে সম্পৃক্ত দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;
(৯) জনসম্পৃক্ততায় ঘাটতি।

৮.৩ দুর্নীতির উৎস

(১) **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি:** বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকল্প পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ খাতে সরকার কর্তৃক বড় অংকের বরাদ্দও

দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। জানা যায় যে, 'নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নমানের কাজ করে বা কোনও কাজ না করে ভুয়া বিল ভাউচার তৈরির মাধ্যমে ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজশে আত্মসাতের একটি অভিযোগ আছে। প্রকল্প এলাকায় বাস্তব পরিদর্শন করে তথ্য নিলে উক্ত দুর্নীতির প্রকৃত চিত্র ধরা পড়বে। তাছাড়া 'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেংথেনিং প্রজেক্ট'সহ বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিছু অসামঞ্জস্যতার তথ্য জানা যায়। কক্সবাজার ও হাকালুকি হাওড়ে কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে 'থ্রি আর' প্রকল্পের ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অনিয়ম হয়েছে মর্মে জানা যায়। উক্ত প্রকল্পটির জন্য প্রায় ২২ কোটি টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হয়। তাছাড়া বুড়িগঙ্গাসহ বিভিন্ন নদীর বর্জ্য অপসারণ, বরিশাল-খুলনাসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে শত কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও বাস্তবে তা দৃশ্যমান নয়। চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী সেচ প্রকল্পের (ইছামতি ইউনিট) জন্য প্রায় ২১ কোটি টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হলেও তা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা প্রকল্পে আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। সারাদেশে বাস্তবায়িত 'প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম' শীর্ষক প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে মর্মেও জনশ্রুতি রয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের জন্য প্রায় ১৪ কোটি টাকার প্রাক্কলন তৈরি করা হয়।

(২) ইটভাটার লাইসেন্স ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি

দেশে ইটভাটার লাইসেন্স ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০' সহ বিভিন্ন বিধিমালা বিদ্যমান রয়েছে। আইনের বিধান থাকা সত্ত্বেও কিছু অসাধু ইটভাটা মালিকগণ আইনের কতিপয় সুবিধাবলে কংক্রিট, কম্প্রেসড ব্লক ইট প্রস্তুত করার নামে ইটভাটা নির্মাণ করে কৃষিজমি, পাহাড়, টিলা, মজা পুকুর, চরাঞ্চল ও পতিত জায়গা থেকে ইট প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মাটি কেটে ইট প্রস্তুত করছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে স্থাপিত বেশির ভাগ ইটভাটায় আইনের বিধান লঙ্ঘন করে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে। অনুসন্ধান টিম সরেজমিনে পরিদর্শনকালে আরও দেখতে পান যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত ইটভাটাসমূহ আইনের বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ এলাকাসমূহে স্থাপন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে লাইসেন্সও প্রদান করা হচ্ছে। লাইসেন্স গ্রহণের সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীগণ নিষিদ্ধ এলাকাসমূহে ইটভাটা স্থাপন করে পরিবেশের বিপর্যয় সাধন করছে। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শন কমিটির তৎপরতা আশানুরূপ নয় মর্মে পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ ব্যক্তিগত লাভের আশায় এসব অনিয়ম দেখেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন না। ইটভাটাসমূহে ফিক্সড চিমনি, জিগজ্যাগ, হাইব্রিড, অটোমেটিক ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের নামে অর্থ ব্যয় দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়নের মাধ্যমে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলি সম্পূর্ণভাবে পরিপালন না করেই অসদুপায় অবলম্বন করে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয় মর্মে পরিলক্ষিত হয়। বেশিরভাগ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেই ইটিপি (Effluent Treatment Plant) নেই। ফলে বর্জ্য পরিশোধনের অভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় নিয়ম-নীতি ও শর্ত ভঙ্গ করে বড় অংকের উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নের মাধ্যমে কর্মকর্তারা লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। ছাড়পত্রের শর্তাবলি ভঙ্গ করা হয়েছে কি-না, তা যাচাই না করে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে অফিস কক্ষে বসে এ সকল ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করা হয় মর্মে জানা যায়। বিভিন্ন হোটেল ও করাতকল স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, অনেক হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্যাথলজি ল্যাবরেটরিগুলোকে ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রেও বড় অংকের ঘুষ গ্রহণ করা হয় মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে।

(৪) পরিবেশ বিধ্বংসী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নোটিস দিয়ে ব্যবস্থা না নেওয়া

পরিবেশ বিধ্বংসী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নোটিস দিয়ে ব্যবস্থা না নিয়ে উৎকোচ গ্রহণ করা হয় মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

(৫) **কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে Hidden Economy'র আওতায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণ**

সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মতো মধ্যম আয়ের দেশসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও বেআইনী সুবিধা গ্রহণের প্রতুলতায় একশ্রেণির সুবিধাভোগী মহল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে Hidden Economy শক্তিশালী করছে। Hidden Economy'র সুবিধা কখনো সরকার বা দেশের সর্বস্তরের জনগণ ভোগ করতে পারে না। অথচ Hidden Economy'র আওতাভুক্ত শিল্প-কারখানাসমূহে গাছ, কাঠ, গ্যাস, কয়লা, মাটিসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের অসংখ্য উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সরকারের অন্যান্য সম্পৃক্ত দাপ্তরিক কর্মকর্তাদের সাথে আঁতাত করেই স্বার্থান্বেষী মহল বিধি-বহির্ভূতভাবে যত্রতত্র শিল্প-কারখানা গড়ে তুলছে। এসব শিল্প-কারখানা থেকে সৃষ্ট বর্জ্য ও নির্গত বিষাক্ত গ্যাস/ধোঁয়া পরিবেশের বিপর্যয় সাধন করছে। Mainstream Economy'র আওতাভুক্ত না থাকার কারণে এসব শিল্প কারখানাসমূহে মনিটরিং কার্যক্রমও সঠিকভাবে হচ্ছে না। ফলে দিন দিন Hidden Economy'র প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাশাপাশি Mainstream Economy ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। Hidden Economy'র প্রসার যত বৃদ্ধি পায়, পরিবেশে বিষাক্ত বর্জ্যও সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। এভাবে একটি দেশ বহুমুখী দূষণসহ অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়।

(৬) **অন্যান্য উৎস**

পরিবেশ অধিদপ্তর এর অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

- প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা;
- পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অভাব;
- রাজনৈতিক প্রভাব;
- ব্যবসায়িক ও মিল/কারখানা মালিকদের প্রভাব;
- Top level Commitment -এর অভাব;
- Soft skilled Training -এর অভাব;
- যথাযথ মনিটরিং -এর অভাব।

৮.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

গণমাধ্যমসহ বিভিন্নসূত্র হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পরিবেশ অধিদপ্তরে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্তে বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনে ০২ (দুই) টি পৃথক অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে।

৮.৫ দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক টিমের সুপারিশমালা

ইটভাটাসহ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাড়পত্র/লাইসেন্স ও মনিটরিং সংক্রান্ত সুপারিশমালা

(১) সকল ধরনের ইটভাটা নির্মাণ ও ইট/ব্লক প্রস্তুতের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণের বিধান রাখা;
(২) লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে পরিদর্শন টিম কর্তৃক নিখুঁতভাবে যাচাই-বাছাই করে আইনের শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান করা;
(৩) বিভিন্ন শিল্পকারখানা, হোটেল-মোটেলসহ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বে ETP স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। ETP না থাকলে বা কার্যকর না থাকলে প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র ও লাইসেন্স বাতিল করা;
(৪) পরিদর্শন কমিটির উপর মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা।

প্রকল্পের মাধ্যমে সংঘটিত দুর্নীতি দমনে সুপারিশমালা

(১) পরিবেশ রক্ষায় আধুনিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিকমানের পরিবেশবিদদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ;
(২) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিআর -এর বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
(৩) টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটিতে নিরপেক্ষ পরিবেশ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করা;
(৪) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরে পরিমাপ গ্রহণের সুযোগ থাকে না বিধায় বাস্তবায়নকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সুষ্ঠু ও সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
(৫) সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অনুদানে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশমালা

(১) পরিবেশ রক্ষায় প্রচলিত আইন ও বিধিমালায় বর্ণিত শর্তাবলির যথাযথ প্রয়োগসাপেক্ষে এ খাতে অনিয়ম, অপরাধ ও দুর্নীতিসমূহ দ্রুত চিহ্নিত করা;
(২) অনিয়ম ও অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুধু জরিমানা নয়, দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

সাধারণ সুপারিশমালা

(১) অধিদপ্তরটিতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতাসহ মাঠ পর্যায়ে কাজের স্বচ্ছতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
(২) পরিবেশ রক্ষায় পর্যাপ্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আধুনিক পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। পাশাপাশি পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(৩) পরিবেশ রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ও বিভাগসমূহের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন;
(৪) পরিবেশ অধিদপ্তরের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারপূর্বক উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা;
(৫) বিধি বহির্ভূত শিল্প-কারখানা স্থাপন প্রতিহত করার লক্ষ্যে শক্তিশালী মনিটরিং টিম গঠন করা;
(৬) পরিবেশ অধিদপ্তরসহ পরিবেশ রক্ষায় সম্পৃক্ত অন্যান্য দপ্তরসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে অবৈধ সুবিধার আদান-প্রদান বন্ধ করা;
(৭) পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে দেশের বিশেষজ্ঞ মহলকে সম্পৃক্ত করা;
(৮) জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানিসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণে সচেতন হওয়া;

পাঠ্যক্রমে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলি কতটুকু সংযোজিত করা যায় তা পর্যালোচনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/শিক্ষা বিভাগে সুপারিশমালা প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশন

দুদক

নবম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

৯.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা
৯.২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম
৯.৩ ডিজিটাইজেশন

ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

৯.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। আর্থসামাজিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু কতিপয় লোভী মানুষের সীমাহীন দুর্নীতির প্রবণতা দেশের সকল সম্ভাবনাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে; মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করছে। সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রত্যাশা করে। বিশ্বায়নের এ যুগে দুর্নীতি কেবল কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের সমস্যা নয়, বরং এটি বৈশ্বিক সমস্যা। অন্যান্য দেশের মতো এদেশকেও দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করছে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক অনেক ক্ষেত্রে কমিশন সফলতা অর্জন করেছে। তবে এতে আত্মতুষ্টিতে না ভুগে স্বীয় সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে যেতে চায় কমিশন। এ লক্ষ্যে দুদকের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও দৃশ্যমান করতে সম্ভাব্য পরিকল্পনা তুলে ধরা হলো। এগুলো বাস্তবায়িত হলে দুদকের কার্যক্রম বহুমাত্রিকতা পাবে, পাশাপাশি দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং দুদকের প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা আরও বাড়বে।

৯.২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

৯.২.১ মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম

মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ মানিলন্ডারিং এবং ব্যাংক ও বীমা সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান ও মামলার তদন্ত পরিচালনা করে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অংশগ্রহণ, তথ্য উপস্থাপন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এই অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই অনুবিভাগ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) -এর সঙ্গে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠান, দ্বিপাক্ষিক ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং এবং বিএফআইইউ'র মাধ্যমে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়া, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় কৌশলপত্রের অ্যাকশন আইটেমসমূহ বাস্তবায়ন করে। বিদেশ থেকে তথ্য ও প্রমাণাদি সংগ্রহ, অর্থ বা সম্পদ ফ্রিজ/ক্রোক/বাজেয়াপ্তির জন্য মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স রিকোয়েস্ট (MLAR) প্রস্তুতকরণ, প্রেরণ, যোগাযোগ ও সমন্বয় করার কাজটি এ অনুবিভাগ করে থাকে। অ্যাটর্নি জেনারেলের নেতৃত্বে গঠিত পাচারকৃত সম্পদ ফেরত আনার বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের সভায় অংশগ্রহণ এবং টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয় মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের মাধ্যমে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ন্যাশনাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (NRA) রিপোর্ট প্রণয়ন এ অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ অনুবিভাগ এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (APG) -এর বাংলাদেশের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং এপিজি'র বার্ষিক সভায় যোগদান করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID) সহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন করা এই অনুবিভাগের দায়িত্ব। মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্তৃক গৃহীত অ্যাকশন আইটেম বাস্তবায়নের দায়িত্ব মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের ওপর ন্যস্ত।

৯.২.২ বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা নিরসনে দুদক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১. প্রো-অ্যাক্টিভ অনুসন্ধানের পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
২. সার্ভেইল্যান্স, কমিউনিকেশন ইন্টারসেপশন ও আন্ডারকাভার অপারেশন ইত্যাদি পরিচালনার জন্য একটি ইউনিট গঠন ও জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনাপূর্বক নতুন একটি খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৩. FATF ও APG সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা, এমএলএআর প্রেরণ, বিদেশি এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়, বিদেশে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য একটি ইউনিট গঠন ও জনবল নিয়োগের

লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনাপুর্বক নতুন একটি খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৪. ন্যাশনাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, জাতীয় কৌশলপত্রের অ্যাকশন আইটেমসমূহ বাস্তবায়ন, BFIU -এর সঙ্গে সমন্বয় ও দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য মানিলন্ডারিং অনুবিভাগে পৃথক ডেস্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনাপূর্বক নতুন একটি খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৫. বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচার হয়ে থাকে এমন দেশসমূহের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের সঙ্গে তথ্য/ইন্টেলিজেন্স/সাক্ষ্য-প্রমাণ আদান-প্রদান, সম্পদ ফ্রিজ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ ও পুনরুদ্ধার কার্যকর করার জন্য দ্বিপাক্ষিক আইনি সহযোগিতা চুক্তি (Mutual Legal Assistance Treaty) করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৬. মানিলন্ডারিং, ব্যাংক ও বীমা সংশ্লিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত, ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং, ডিজিটাল ফরেনসিক, সার্ভেইল্যান্স ও আন্ডারকাভার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও স্টাডি ট্যুরের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও আইসিটি অনুবিভাগ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৭. বিভিন্ন দেশে প্রেরিত এমএলএআর -এর সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা ও গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে দুদকের অনুরোধে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে।

৮. দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের পদভিত্তিক অফিসিয়াল ই-মেইল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

৯. দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত Agency to Agency তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক (Globe Network) -এ যোগদান করার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

৯.২.৩ পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে দুদকের কার্যক্রম এবং সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে দুদক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে দুদকের কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ -এর বিধান মোতাবেক ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে দুদক কেবল একটি সম্পৃক্ত অপরাধ 'ঘুষ ও দুর্নীতি' লব্ধ অর্থের মানিলন্ডারিং তদন্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিভিন্ন গবেষণা বা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থের প্রায় শতকরা আশি ভাগ (৮০%) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থপাচার তদন্তের দায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) -এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুদক কেবল ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ/সম্পদ বিদেশে পাচার হলে তা তদন্ত করে থাকে।

বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে দুদক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

১. অর্থ/সম্পদ পাচার রোধ এবং পাচারকৃত অর্থ/সম্পদ বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে দুদক কর্তৃক কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ -এর অধীন ০৭টি সম্পৃক্ত অপরাধকে দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২. বিদেশ থেকে তথ্য/ইন্টেলিজেন্স প্রাপ্তি এবং সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩. বিদেশ থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বেগবান করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে পৃথক ডেস্ক প্রতিষ্ঠা করাসহ কমিশনের অন্যান্য কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনাপূর্বক নতুন একটি খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৪. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৯.৩ ডিজিটাইজেশন

৯.৩.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি এবং আগামীর পরিকল্পনা

০১) (Investigation and Prosecution Management System - IPMS) সফটওয়্যার

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডিবি'র অর্থায়নে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প জুন, ২০২২ -এ সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুদকের সকল দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শুরু করে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক (Investigation and Prosecution Management System-IPMS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। সফটওয়্যারটির জন্য আনুষঙ্গিক হার্ডওয়্যারসহ একটি সার্ভার কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত IPMS সফটওয়্যারের Operational User Training এবং System Administration Training সম্পন্ন হয়েছে। ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটির ওপর প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রাপ্ত মতামত সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে কমিশনের Management Level Training শুরু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দ্রুতই কমিশনে অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের কার্যক্রম প্রস্তুতকৃত IPMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুরু হবে।

০২) দুদকের স্থাপিত নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের ফরেনসিক টুলসের ওপর দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ

'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের কাজে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে সহজেই তথ্য প্রাপ্তির জন্য দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অভিযোগ অনুসন্ধান/ মামলার তদন্তের সময় জব্দকৃত আলামত, যেমন: কম্পিউটার, মোবাইল, ডিভিআর, রেকর্ডেড অডিও-ভিডিও ফরেনসিক করা সম্ভব হবে। মনোনীত কর্মকর্তাদের দেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের একটি মডিউল ব্যতীত পাঁচটি মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে অডিও ভিডিও ফরেনসিকের ওপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কার্যক্রম শুরুর জন্য Standard Operating Procedure (SOP) প্রস্তুত করা হয়েছে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শেষে কমিশনের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হবে।

০৩) ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম

দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেমের ওপর ১০ জন কর্মকর্তার দেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেমের মাধ্যমে আলামত হিসেবে প্রাপ্ত দলিলের সঠিকতা যাচাইসহ জাল স্বাক্ষর, জাল দলিল যাচাই, জাল পাসপোর্ট সনাক্তকরণ, ডকুমেন্ট জালিয়াতি বের করা সম্ভব হবে।

০৪) Open Source Intelligence (OSINT) ব্যবহার

কমিশনে আগত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য Open Source Intelligence (OSINT) ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া National Telecommunication Monitoring Center -এর Lawful Interception ব্যবহার করে দুর্নীতি সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, অভিযোগের অনুসন্ধান, মামলার তদন্ত কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

০৫) কমিশনের নতুন সৃজনকৃত ১৪টি জেলা কার্যালয়ে ই-নথি চালু

কমিশনের প্রশাসনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ই-নথির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় নতুন সৃজনকৃত ১৪টি জেলা কার্যালয়কে ই-নথি সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

০৬) কমিশনের সকল অনুবিভাগের কার্যক্রম অটোমেশন করার জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের অংশ হিসেবে দুদকের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন করার উদ্দেশ্যে 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় কমিশনের প্রশাসন ও মানবসম্পদ, প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ ও আইসিটি অনুবিভাগের কার্যক্রম অটোমেশনের জন্য আইটি অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের গুরুত্বপূর্ণ মডিউলঃ কমিশনের প্রশাসনিক কার্যক্রমের অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, অ্যাকাউন্টিং/বাজেট ব্যবস্থাপনা, মালামাল (Inventory) বিষয়ক ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা) দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজ হিসাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা (দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা), আইটি (সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার) সাপোর্ট সার্ভিস সিস্টেম (IT Support Service System) অটোমেশন সফটওয়্যার ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত IPMS -এর সাথে যুক্ত (Integration) করা হবে।

০৭) কমিশনের অফিসসমূহে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (আইপি নেটওয়ার্ক স্থাপন)

কমিশনের প্রধান কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়, ২২টি জেলা কার্যালয়ে আইপি নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে, যার মাধ্যমে এ সকল অফিসকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং সাইবার নিরাপত্তা জোরদার হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন

দুদক

উপসংহার

উপসংহার

দুর্নীতি শুধু বাংলাদেশের নয়, এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। মানুষের সাধ অসীম অথচ সাধ্য সীমিত। সাধ্যের বাইরে গিয়ে সীমাহীন সাধ মেটাতে মানুষ নীতিহীন তথা দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করার বাসনাও দুর্নীতির অন্যতম সূতিকাগার। সে কারণেই বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হইবেন না"। সংবিধানের এই বিধান বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হলো দুর্নীতি দমন কমিশন। এছাড়াও সরকারের "দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা" নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করে যাচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর আলোকে ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর দেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের শুরু থেকেই কমিশনের তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলমান রেখেছে। কমিশন নিরবচ্ছিন্নভাবে কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০২২ সালে বিচারিক আদালতে দুদকের মামলায় সাজার হার শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ। আশার কথা, দুদকের মানিলন্ডারিং মামলায় সাজার হার প্রায় শতভাগ। বর্তমানে দুদকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান। এছাড়া ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে ২৯১০টি মামলার বিচার কার্যক্রম চলমান আছে এবং মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে ৪১৯টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত আছে। এ সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার জন্য কমিশন সচেষ্ট আছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বিভিন্ন উৎস হতে ১৯ হাজারের বেশি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৯০১টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদিত হয়েছে এবং তিন হাজারের বেশি অভিযোগ তদন্ত/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৪৫৬টি অভিযান পরিচালনা করেছে। এর মধ্য হতে ৬৩টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কমিশন অনুমোদন করেছে এবং ৫টি মামলা রুজু হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি আইনি প্রক্রিয়া। তবে, এই সময় যেন অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘায়িত না হয়, সে লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। তদারককারী কর্মকর্তা হতে শুরু করে অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যাতে স্বল্পতম সময়ে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পন্ন করে নির্ভুল প্রতিবেদন কমিশনের কাছে পেশ করতে পারেন এবং তদৃপ্রেক্ষিতে কমিশন দ্রুততম সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

দুদকের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও দৃশ্যমান করতে এ বছর কমিশন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ্য, ২০২২ সালে বিভিন্ন জেলায় দুদকের সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত ১৪টি নতুন কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে জনবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০২২ সালে কমিশনে বিভিন্ন পদে ৪০৬ জন কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মহাপরিচালক, পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও উপসহকারী পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে ১৩২ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাদেরকে ভালো কাজের জন্য নিয়মিত শুদ্ধাচার পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে দাখিল করার জন্য তদারকি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। নিয়মিত কমিশন সভা করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রযুক্তিনির্ভর দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত নিখুঁত ও দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্থাপন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, আইপিএমএস সফটওয়্যার সংযোজন করেছে। এছাড়া, এনফোর্সমেন্ট ইউনিট ও গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। দুর্নীতির অনুসন্ধান/তদন্তের গতি ও দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এ সকল উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধেও কমিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দুর্নীতির পরিধি দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। ঋণখেলাপী ও দুর্নীতিবাজরা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। তাই, এসব ঋণখেলাপী ও দুর্নীতিবাজ অর্থপাচারকারীদের বিরুদ্ধে দুদক কঠোর ও সজাগ দৃষ্টি রাখছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুদককে আরো চৌকশ কৌশল নিতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লিয়াজো বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। তবে, বিভিন্ন মাধ্যম এবং প্রক্রিয়ায় অপরাধলব্ধ অর্থ পাচার হয়ে থাকলেও দুদক সকল অর্থ পাচার অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারে না।

প্রসঙ্গত ২০১৫ সালে সংশোধিত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে দুদককে কেবল ১টি সম্পৃক্ত অপরাধের (ঘুষ ও দুর্নীতি) অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, অর্থপাচার মামলার ক্ষেত্রে দুদক পূর্বের ন্যায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না। দুদক যাতে পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে অধিকতর এবং কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ সংশোধনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে আরো ৭টি সম্পৃক্ত অপরাধে অনুসন্ধান ও তদন্তের এখতিয়ার অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি দুদককেও প্রদান করা হয়। এ ৭টি সম্পৃক্ত অপরাধ হলো- (১) দেশি ও বিদেশি মুদ্রা পাচার, (২) শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ (৩) কর সংক্রান্ত অপরাধ (৪) পুঁজি বাজার সংক্রান্ত অপরাধ, (৫) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ, (৬) প্রতারণা ও (৭) জালিয়াতি। সে প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেছে। তবে মানিলন্ডারিং মামলা জটিল প্রকৃতির। কোন এক দেশে সংঘটিত অপরাধ যে দেশের কাছে রেকর্ড চাওয়া হয় সে দেশে অপরাধ না হলে রেকর্ড পাওয়া যায় না। এমএলএআর করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য লাগে, না হলে রেকর্ড পাওয়া যায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দুদক পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি (Mutual Legal Assistance Treaty) করার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ, রেকর্ডপত্র সংগ্রহ, পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রমে পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। আশার কথা, মানিলন্ডারিং মামলায় বিদেশ হতে অর্থ ফেরত আনার ইতিহাস শুধু দুদকের রয়েছে। এছাড়া, একসময় মানিলন্ডারিং মামলার সাজার হারও ১০০% ছিল। এই সফলতা ধরে রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭ ধারায় কমিশনের কার্যাবলির বিবরণ রয়েছে। আইন অনুসারে কমিশনের ১১টি কার্যক্রমের মধ্যে ৬টি কার্যক্রম দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে কমিশন বাস্তবসম্মত বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের কর্মসূচি পরিপূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে কমিশন দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও মহানগরগুলোতে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে এবং এ সকল কমিটির মাধ্যমে আচরণগত উৎকর্ষ তথা উত্তম চর্চার বিকাশে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে ৪৩১টি, জেলা পর্যায়ে ৬২টি ও মহানগর পর্যায়ে ০৯টি দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিরোধ অনুবিভাগ এ বছর ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন সৎ এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চ 'সততা সংঘ' গঠন করছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২৭,৬২৯টি 'সততা সংঘ' গঠন করা হয়েছে । তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততার ব্যবহারিক চর্চার বিকাশ ঘটানোর নিমিত্ত কমিশন ২০১৬ সাল থেকে তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় 'সততা স্টোর' গঠনের উদ্যোগ নেয়। প্রতিটি সততা স্টোরে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে নিজেরাই ক্যাশ বাক্সে পণ্য মূল্য পরিশোধ করছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৫৭৫৬টি সততা স্টোর স্থাপন করা হয়েছে। নৈতিকতার উন্নয়ন ও উত্তম চর্চার বিকাশে সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগানোর মানসে কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ দুর্নীতিবিরোধী তথ্যের প্রচার ও প্রকাশ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দুর্নীতিবিরোধী ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, উত্তম চর্চার বিকাশে সুবচন সংবলিত শিক্ষা উপকরণ (খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, টেবিল ঘড়ি এবং ছাতা) বিতরণ করে। দুর্নীতিবিরোধী তথ্যচিত্র প্রচার এবং কমিশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে বিনামূল্যে "দুদক বার্তা" সকলের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন গণমাধ্যমে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সৃজনশীল প্রতিবেদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করে। এ বছর দু'টি ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়। চলতি বছরও দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২২ সালে কলেজ পর্যায়ে মাদারীপুর জেলায় দুর্নীতিবিরোধী মডেল বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত দুর্নীতিবিরোধী মডেল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ৪৮টি কলেজের ২৮৮ জন বিতার্কিক অংশগ্রহণ করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অ্যাগেইনস্ট করাপশন (UNCAC) -এর ৪৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কমিশন এরই

ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ভুটান দুর্নীতি দমন কমিশন, দি ইনভেস্টিগেটিভ কমিটি অব দি রাশিয়ান ফেডারেশন (ICRF), ২০১৯ সালে ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (CBI) -এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারকসমূহে দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, প্রমাণিকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম চর্চা, দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয়কে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশন উত্তম চর্চার বিকাশে ইন্দোনেশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়াসহ প্রায় ২২টি দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

দুর্নীতি দমনের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ঘুষ ও দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণ সোচ্চার না হওয়ায় আজ তা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। কমিশন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, আমাদের মহান স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে এবং এর সুফল সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হলে এদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। কতিপয় দুর্নীতিবাজ, অর্থ পাচারকারীদের কারণে এদেশের মাথা নিচু হতে দেওয়া যাবে না। সেজন্য দুর্নীতিবাজদের অবশ্যই আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ, সভা-সমাবেশ, জুম'আর খুৎবা, ধর্মীয় বয়ান ইত্যাদির মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি।

দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন আমাদের সকলের মানসিকতার পরিবর্তন। তবে এ কাজটি খুব সহজ নয়। দুদক সবসময় দলমত নির্বিশেষে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করে। কমিশনের কাছে কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী বিবেচ্য নয়, অভিযোগের গুরুত্ব, সত্যতা ও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রণিধানযোগ্য। দুদকের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

আমরা যাঁদের হারিয়েছি

Those we lost

মোঃ জুলফিকার আলী
পরিচালক
মৃত্যুর তারিখ : ০৬.০৪.২০২২

Md. Zulfikar Ali
Director
Death: 06.04.2022

মোঃ মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী
কনস্টেবল
মৃত্যুর তারিখ : ২০.০৬.২০২২

Md. Mesbah Uddin Chowdhury
Constable
Death: 20.06.2022

মোঃ হিরন মিয়া
নিরাপত্তারক্ষী
মৃত্যুর তারিখ : ১২.০৯.২০২২

Md. Heron Mia
Security Guard
Death: 12.09.2022

ফটোগ্যালারি

Photo Gallary

৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

৯ ডিসেম্বর ২০২২ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ বাণীবদ্ধ ভাষণ প্রদান করেন

On the occasion of International Anti-Corruption Day 2022, His Excellency Honourable President of the People's Republic of Bangladesh Mr. Md. Abdul Hamid, the Chief Guest, is delivering speech

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এঁর নিকট বঙ্গভবনে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান
জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে ২০২০ ও ২০২১ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

A delegation of the Anti-Corruption Commission, led by Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah, Chairman, Anti-Corruption Commission, is handing over Annual Report 2020 and 2021 to His Excellency Honourable President Mr. Md. Abdul Hamid at Bangabhaban

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

Distinguished guests at the discussion program on the occasion of International Anti-Corruption Day 2022

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ এ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এঁর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

Honourable Chief Justice of Bangladesh Justice Mr. Hasan Foez Siddique is receiving Crest from Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah, Chairman, Anti-Corruption Commission

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

Honourable Chief Justice of Bangladesh Justice Mr. Hasan Foez Siddique is speaking as special guest at the discussion program organized on the occasion of International Anti-Corruption Day 2022 at Bangladesh Shilpakala Academy

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

Chairman of ACC Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah is delivering speech on the occasion of International Anti-Corruption Day 2022 at Bangladesh Shilpakala Academy

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

Commissioner of ACC Dr. Md. Mozammel Haque Khan is delivering speech on the occasion of International Anti-Corruption Day 2022 at Bangladesh Shilpakala Academy

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার জনাব মোঃ জহুরুল হক

Commissioner of ACC Mr. Md. Jahurul Haque is delivering speech on the occasion of International Anti-Corruption Day 2022 at Bangladesh Shilpakala Academy

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান

Handing over ACC Media Award

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সংবাদকর্মীগণের সাথে অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ

Winners of ACC Media Award 2019 with the distinguished guests

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে দিবসের কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

Inauguration of International Anti-Corruption Day 2022 programs by the Chairman and Commissioners of Anti-Corruption Commission at ACC Head Office premises

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন

Human Chain in front of Anti-Corruption Commission Head Office premises on the occasion of International Anti-Corruption Day 2022

৯ ডিসেম্বর ২০২২ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে মানববন্ধন

Human Chain on the occasion of International Anti-Corruption Day 2022

সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার/বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

Awarding stipend and Distributing Study Materials among meritorious students of Sotota Songha

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Inauguration of Gopalganj District Office by the Chairman of ACC
Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah

দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার জনাব মোঃ জহুরুল হক কর্তৃক কক্সবাজার জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Inauguration of Coxsbazar District Office by the Commissioner of ACC
Mr. Md. Jahurul Haque

দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান কর্তৃক মাদারীপুর জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Inauguration of Madaripur District Office of ACC by the Commissioner
Dr. Md. Mozammel Haque Khan

দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার জনাব মোঃ জহুরুল হক কর্তৃক জামালপুর জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Jamalpur District Office of ACC inaugurated by the Commissioner
Mr. Md. Jahurul Haque

দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন কর্তৃক কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Inauguration of Kishoreganj District Office of ACC by Secretary
Mr. Md. Mahbub Hossain

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেন কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Narayanganj District Office of ACC inaugurated by Director General Mr. Md. Zakir Hossain

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান কর্তৃক চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Inauguration of Chandpur District Office of ACC by Director General
Mr. Md. Mahmudul Hossain Khan

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জনাব এ কে এম সোহেল কর্তৃক ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Jhenaidah District Office of ACC inaugurated by Director General Mr. A K M Sohel

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেন কর্তৃক গাজীপুর জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Gazipur District Office of ACC inaugurated by Director General Mr. Md. Zakir Hossain

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক নওগাঁ জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Inauguration of Naogaon District Office of ACC by Director General Mr. Zia Uddin Ahmed

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জনাব সাঈদ মাহবুব খান কর্তৃক ঠাকুরগাঁও জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Thakurgaon District Office of ACC inaugurated by Director General Mr. Sayeed Mahbub Khan

দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রেজানুর রহমান কর্তৃক কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

Inauguration of Kurigram District Office of ACC by Director General Mr. Md. Rezanur Rahman

কমিশন কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদান

Integrity Award 2021-2022 being handed over by the Chairman and the Commissioners of ACC

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দ

Winners of Integrity Award 2021-2022

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

The Birth Anniversary of The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day 2022 observed by the ACC on 17 March 2022

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

A discussion meeting held to mark The Victory Day of Bangladesh

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

Discussion meeting held on 15 August 2022 by the ACC to commemorate the National Mourning Day

২১ নভেম্বর ২০২২ দুর্নীতি দমন কমিশনের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

Discussion meeting held on 21 November 2022 observing the 18th Anniversary of Anti-Corruption Commission

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

Iftar and Dua Mahfil organized by ACC during the Holy Month of Ramadan

দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান কর্তৃক প্রসিকিউশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধন

Inauguration of special training on Prosecution Management by Commissioner of ACC Dr. Md. Mozammel Haque Khan

নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

Inaugural ceremony of the Foundation Training Course of newly recruited officers of ACC

নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

Newly recruited officers are with the Distinguished guests at the closing ceremony of Foundation Training Course

চট্টগ্রাম মহানগরে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি অনুষ্ঠান

Public Hearing program organized by the Anti-Corruption Commission in Chattogram Metropolitan area

দুর্নীতি দমন কমিশন, জেলা কার্যালয়, যশোর এর উদ্যোগে সততা সংঘের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান

Distribution of stipend and educational materials to the meritorious students through Sotota Songha by ACC District Office, Jashore

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে কমিশনের মতবিনিময়

Commission's exchange of views with the reporters of print and electronic media

দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন কর্তৃক নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং

Secretary of ACC Mr. Md. Mahbub Hossain in a regular press briefing

দুর্নীতি দমন কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

MoU Signing Ceremony between Anti-Corruption Commission (ACC) and Transparency International Bangladesh (TIB)

থাইল্যান্ডের AIT -তে Effective Anti-Corruption Policy, Strategy and Practice Program শীর্ষক প্রশিক্ষণ

ACC officials participated in the training on Effective Anti-Corruption Policy, Strategy and Practice Program held at AIT, Thailand

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান

Enforcement drive at Kamalapur Railway Station led by Enforcement Team of ACC

চাঁদপুর জেলা কার্যালয় হতে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান

Enforcement Drive at Chandpur conducted by Enforcement team of ACC office of Chandpur District